

এবার সময়

পৃষ্ঠা -০৫

জঙ্গলের পথ পেরিয়ে
হাটের টানে—জলদাপাড়ায়
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

কলমে অরুণ কুমার

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত



বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২০, কোচবিহার, শুক্রবার, ০২ অক্টোবর - ১৫ অক্টোবর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪

Vol: 30, Issue: 20, Cooch Behar, Friday, 02 October - 15 October, 2026, Pages: 14 Rs. 3

ফের উচ্ছেদের আশঙ্কা, পুনর্বাসনের
আশ্বাস সীমান্তের আব্দুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন



কোচবিহার: বিএসএফের ১২ জন জওয়ানকে হামলার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রায় ২০ বছর আগে নিজের ভিটেমাটি হারিয়েছিলেন আব্দুল হামিদ। পরে কোচবিহারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের দেওয়া সামান্য জমিতে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন তিনি। এবার ওই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় ফের আশ্রয় হারানোর আশঙ্কায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ষাটোর্ধ্ব আব্দুল।

দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ সীমান্তের ভারতীয় ছিট এলাকার বাসিন্দা ছিলেন আব্দুল। অভিযোগ, প্রায় দুই দশক আগে তাঁর এলাকার প্রায় ৬৫ বিঘা জমিতে কয়েকজন বাংলাদেশি জোর করে চাষ শুরু করলে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামালতে বিএসএফের জওয়ানরা গেলে তাঁদের মধ্যে প্রায় ১২ জনকে ঘিরে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। তাঁদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন আব্দুল। পরবর্তী সময়ে একাধিক গোলমালের জেরে তাঁকে

নিজের ভিটে ছাড়তে হয়।

পরে বিএসএফের উদ্যোগে দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জের শচীনন্দন ক্যাম্পের পাশে সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় ছোট একটি ঘর তৈরি করে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন তিনি। সম্প্রতি ওই এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হবে জানিয়ে তাঁকে সরে যেতে বলা হয়েছে বলে আব্দুলের দাবি।

এর পরেই পুনর্বাসনের দাবিতে বিডিও ও মহকুমাস্থলের কাছে আবেদন করেন তিনি। কোচবিহার-২

ব্লকের বিডিও লামহু ওয়াংদি জানান, আপাতত উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু রেশন সামগ্রীও দেওয়া হয়েছে।

দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়ও আব্দুলের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে ফের আশ্রয় হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আব্দুল। তাঁর আবেদন, নতুন করে উচ্ছেদ করতে হলে আগে যেন নিশ্চিত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

দিনহাটার তিন রুটে
ফিরল এনবিএসটিসি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দিনহাটার তিন গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রুটে ফের এনবিএসটিসি বাস পরিষেবা চালু করলেন বিধায়ক অজয় রায়। ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিনহাটা ডিপো থেকে দিনহাটা-শালমাড়া, দিনহাটা-কুর্শাহাট এবং দিনহাটা-চৌধুরীহাট রুটে বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

দিনহাটা-শালমাড়াগামী বাসের প্রথম যাত্রী হিসেবে টিকিট কেটে বাসে ওঠেন বিধায়ক অজয় রায়। বাসে সফর করেই নতুন পরিষেবার সূচনা করেন তিনি। বিধানসভা

নির্বাচনের আগে ওই তিন রুটে বন্ধ হয়ে যাওয়া এনবিএসটিসি বাস পরিষেবা পুনরায় চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অজয় রায়।

সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস পরিষেবা ফের চালু হওয়ায় খুশি গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, বাস চলাচল শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পড়ুয়া ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতেও সুবিধা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক অজয় রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দিনহাটা-২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ বর্মণ, জেলা বিজেপি নেত্রী নবনীতা কর্মকার-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।



জমির খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সম্প্রতি কোচবিহার জেলার দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমায় দুটি নতুন সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সচিবের চিঠি পাওয়ার পর জেলাশাসক জিতিন যাদব উপযুক্ত সরকারি জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। শহরাঞ্চলে এক একর এবং গ্রামীণ এলাকায় দুই একর জমি চিহ্নিত করে প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে। এই খবরে সীমান্তবর্তী দুই মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ার আশায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

মডেল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: মডেল কোর্টের রূপ নিতে চলেছে ঐতিহাসিক মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালত। ইতিমধ্যেই বর্তমান পরিকাঠামোর সংকট দূর করতে ও দ্রুত বিচার পাইয়ে দিতে ৮২ শতক জমিতে পাঁচতলা আধুনিক আদালত চত্বর গড়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এজলাস, ডিজিটাল রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুব্যবস্থা থাকবে, যা বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটাবে।

মৃত্যু অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাণেশ্বর: কোচবিহারের বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে মোহন বা কচ্ছপের মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার ফের একটি মৃত মোহন জলে ভেসে ওঠে। পরিবেশকর্মীদের দাবি, গত এক মাসে কেবল এই দিঘিটিতেই ৮টি মোহনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও একটি মোহন অসুস্থ রয়েছে। শীতের শুরুতে এমন ঘটনা ঘটলেও বন দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

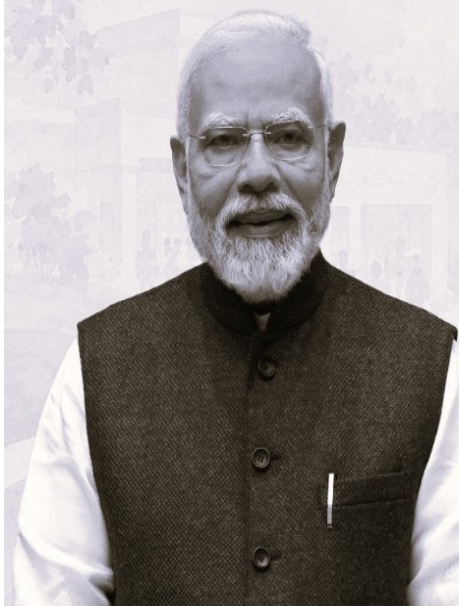
‘দিশা’র বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে আয়ুত্মান ভারত প্রকল্পে নার্সিংহোমগুলোর রোগী ভর্তি না করার অভিযোগে সম্প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ‘দিশা’র বৈঠকে গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে বরাদ্দ অর্থ খরচ না হওয়া, ডেঙ্গি বৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়।

সেবা স্ফুঁ অভিযান

●● ২-৪ অক্টোবর ২০২৬ ●●

ব্লক, পুত্রসভা ও পুত্রনিগম স্তরে বিশেষ সহায়তা শিবির
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবার আরও সহজে

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন হাতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেদিনীপুর: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শাবক-সহ তিন হাতির মৃত্যুর ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বনদপ্তর। ধৃতের নাম শ্যামল মাহাতো। ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার তাঁকে মেদিনীপুরের সিজিএম আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। রবিবার সকালে শালবনি থানার পিরাকাটা রেঞ্জের হাড়তাড়া মাঠ এলাকায় একটি জমিতে তিনটি হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান। প্রাথমিক তদন্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও সেই ধারণা

নিশ্চিত হওয়ার পর তদন্তে নামে বনদপ্তর।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মা হাতি ও তার দুই শাবক রঞ্জা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় শ্যামলের চাষের জমির উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের স্পর্শ লেগে তিনটি হাতির মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। চাষের জমিতে জল দেওয়ার জন্য ওই বিদ্যুৎচালিত পাম্প বসানো হয়েছিল।

ঘটনার পর শ্যামলের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জঙ্গলমহলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। আগেও একাধিক ঘটনায় জমিতে অবৈধ বা অসুরক্ষিত বিদ্যুৎ সংযোগের অভিযোগ উঠেছে। ফের একই ধরনের ঘটনায় তিন হাতির মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।



অষ্টম শ্রেণি থেকেই মিলবে সাইকেল

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উঠলেই পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়া হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হাওড়ার ব্যাটারায় ‘সারথি’ প্রকল্পের সূচনা করে এই ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এর আগে ‘সবুজসার্থী’ প্রকল্পে নবম শ্রেণিতে ওঠার পর পড়ুয়ারা

সাইকেল পেত। নতুন প্রকল্পে এক বছর আগেই সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পড়ুয়ারা এই সুবিধা পাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে সাইকেল তৈরির কারখানা গড়ে তুলে আগ্রহী শিল্পগোষ্ঠী ও সংস্থাকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে।

এ দিন মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলে সাইকেল বিতরণের পাশাপাশি পড়ুয়াদের মোবাইলের ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষামূলক কাজে ট্যাব দেওয়ার বিষয়েও ভাবা হচ্ছে বলে জানান তিনি। স্কুলগুলিকে ‘স্মার্ট স্কুল’ হিসেবে গড়ে তোলা এবং এনসিসি চালুর কথাও বলেন তিনি।

রাজ্যে খুচরো মদের দোকানের লাইসেন্সবিধিতে এল বদল

রাজ্যে খুচরো মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার নিয়মে একাধিক পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। নতুন নিয়মে পুরনো মদের দোকানের জায়গা এবং লাইসেন্স বাতিল, প্রত্যাহার বা সমর্পণের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের জায়গাকেও ‘বিদ্যমান সাইট’ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই সংশোধনের কথা জানানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে আগে এফএল ট্রেড লাইসেন্স থাকা জায়গায় নতুন শ্রেণির খুচরো মদের লাইসেন্সের আবেদন করা যাবে। একইভাবে নির্দিষ্ট বিদেশি মদের ‘অন’ দোকানের জায়গাকেও ৪(পি) শ্রেণির

লাইসেন্সের জন্য ব্যবহার করা সুযোগ রাখা হয়েছে।

দুরত্বের নিয়মেও বদল এসেছে। শহর ও পৌর এলাকায় ধর্মীয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন মদের দোকানের ন্যূনতম দূরত্ব ১,০০০ ফুট থেকে কমিয়ে ৫০০ মিটার করা হয়েছে। তবে পৌর-বহির্ভূত এলাকায় এই দূরত্ব এক কিলোমিটারই থাকছে।

নতুন নিয়ম শুধুমাত্র নতুন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; চালু দোকানগুলি এর আওতায় পড়বে না। আবগারি দপ্তরের আশা, নতুন নিয়মে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বা পুরনো লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত জায়গা পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে এবং রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ধারিত শর্ত ও বিধিনিষেধ মানতে হবে।

‘বিদ্যাসাগরের বই কিনুন’- পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

সরকারের পক্ষ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালিত হয়। এবছর ঘাটালের বীরসিংহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটেতে গিয়ে ‘এপাং ওপাং ঝাপাং’ বই না কিনে বিদ্যাসাগরের বই দিয়ে স্কুলের লাইব্রেরি ভরানোর পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

একই সঙ্গে বীরসিংহের উন্নয়নে মিউজিয়াম, কটেজ ও রাস্তাঘাট তৈরির নানা ঘোষণা করেন তিনি। বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া তিন ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন

জামিন খারিজ করবে না সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনকে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করা আবেদন দ্রুত শুনানিতে তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার নির্বাচন থাকায় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বৃহস্পতিবারই জরুরি শুনানির আর্জি জানালে প্রধান বিচারপতি সুর্য কান্ত তা খারিজ করে দেন। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানান, মামলাটি সোমবারই তালিকাভুক্ত হবে এবং আদালত তা খারিজ করবে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একটি খুনের মামলায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হওয়া কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গত ২৯ সেপ্টেম্বর প্রচারের সুযোগ দিতে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পুলিশ দীর্ঘ সময় ধরে ওয়ারেন্ট কার্যকর না করায় এবং প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় হেফাজতে না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সরকার জামিনের বিরোধিতা করলেও সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপে আগামী মঙ্গলবারের ভোটের আগে তাঁর প্রচার চালিয়ে যেতে আইনি বাধা থাকছে না।

উত্তর-পূর্ব

মেঘালয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে বড় চ্যালেঞ্জ ইন্টারনেট

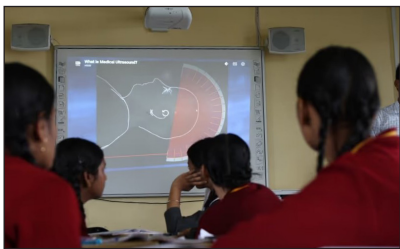
নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলং: মেঘালয় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭০০টি সরকারি স্কুল এবং ৬৫টি কমিউনিটি মাল্টি-ফ্যাসিলিটি ইয়ুথ সেন্টার-এ একটি সমন্বিত ডিজিটাল লার্নিং ইকোসিস্টেম চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে এই বৃহৎ আকারের উদ্যোগ সফল করার মতো নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়ে এখনও গভীর উদ্বেগ রয়ে গেছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় পরিচালিত এমপাওয়ার কর্মসূচির অধীনে ‘মেঘালয় আই-লার্নিং প্রজেক্ট’-এর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য টেক্সার ডেকেছে মেঘালয় বেসিন ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এই টেক্সারের মধ্যে রয়েছে—স্মার্ট ক্লাসরুমের পরিকাঠামো সরবরাহ, স্থাপন, চালু রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ডিজিটাল শিক্ষাদান পদ্ধতি, নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, প্রযুক্তিগত সহায়তা, শিক্ষক সহায়তা, হেল্পডেস্ক পরিষেবা এবং বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম। প্রস্তাবিত চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ মাস।

রাজ্যজুড়ে শিক্ষার মান আধুনিক করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, ইন্টারনেট সংযোগহীনতা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেঘালয় সরকারের ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাজ্যের প্রায় ৮৯ শতাংশ গ্রামের মানুষ অন্তত এক ধরনের টেলিযোগাযোগ পরিষেবার আওতায় রয়েছে। তবে এটিও স্বীকার করা হয়েছে যে, এখনও বহু এলাকায় নেটওয়ার্ক কভারেজ নেই এবং উন্নত ব্যান্ডউইথ সহ লাস্ট-মাইল ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি জোরদার করা প্রয়োজন।

২০২৫ সালের জুন মাসে প্রকাশিত সংসদীয় তথ্য আরও স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। মেঘালয়ের



৭,১০০টি গ্রামের মধ্যে ৬,৪২৫টিতে মোবাইল কানেক্টিভিটি এবং ৬,৩৯৪টিতে ফোর-জি পরিষেবা রয়েছে। এর ফলে এখনও ৬৭৬টি গ্রাম মোবাইল সংযোগ এবং ৭০৬টি গ্রাম ফোর-জি কভারেজের বাইরে রয়েছে, যা ডিজিটাল পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বড় ঘাটতির দিকটিই নির্দেশ করে।

বিভিন্ন জেলার মধ্যে সংযোগের এই তারতম্য দূরবর্তী অঞ্চলের স্কুলগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে রাজ্যভিত্তিক গড় পরিসংখ্যানের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আই-লার্নিং প্রকল্পে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটিকে একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিজিটাল কন্টেন্ট, অনলাইন লার্নিং টুলস এবং রিমোট সাপোর্টযুক্ত স্মার্ট ক্লাসরুমগুলোর কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষাবিদদের মতে, শুধুমাত্র কম্পিউটার, প্রজেক্টর বা স্মার্ট বোর্ডের উপস্থিতি দিয়ে ডিজিটাল শিক্ষার সাফল্য মাপা যায় না। বরং আসল পরীক্ষা হলো—শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সারা দিন ধরে কোনো বাধা ছাড়াই নিয়মিত ডিজিটাল রিসোর্সগুলো ব্যবহার করতে পারছেন কি না।

রাজ্যের টেলিকম পরিকাঠামো নীতিতে এই চ্যালেঞ্জের কথা আগেই স্বীকার করা হয়েছে।

এর লক্ষ্য হলো সমস্ত জনবসতিপূর্ণ গ্রামে ব্রডব্যান্ডের প্রসার ঘটানো এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে সশস্ত্রী মূল্যে উচ্চমানের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

এদিকে, স্কুলগুলোর প্রস্তুতি মূল্যায়নে প্রচেষ্টা জোরদার করেছে শিক্ষা বিভাগ। প্রত্যাগিত ডেটার ওপর ভিত্তি করে গত জুলাই মাসে ‘মেঘালয় স্কুল পারফরম্যান্স গ্রেডিং ইনডেক্স ২০২৫-২৬’ প্রকাশ করা হয়। ডিজিটাল শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং অভিজমতাসহ ৪৩টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ১২টি জেলার ১১,৪৪৩টি স্বীকৃত স্কুলকে এই মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই একটি পাইলট উদ্যোগ শুরু হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব খাসি পাহাড়ের ৩১টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকে ডিজিটাল এবং ইন্টারেক্টিভ গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই পাইলট প্রকল্পে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল—উভয় খাতের স্কুলই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে আইসিটি পরিকাঠামো ও কানেক্টিভিটি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মেঘালয় যখন তার উচ্চাভিলাষী ডিজিটাল শিক্ষা এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—যদি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংযোগের ঘাটতি থেকেই যায়, তবে প্রযুক্তি কি সত্যিই গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার শিক্ষাগত ব্যবধান দূর করতে পারবে? সরকার জানিয়েছে যে পরিকল্পিত টেলিকম টাওয়ারের ৯৮ শতাংশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং নেটওয়ার্কের পরিধি ও ব্যান্ডউইথ বাড়তে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে; তবুও চার বছর মেয়াদী এই আই-লার্নিং প্রকল্পের সাফল্য শেষ পর্যন্ত ডিজিটাল কন্টেন্ট, সরঞ্জাম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানের পাশাপাশি লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটির চ্যালেঞ্জ সমাধানের ওপরও সমানভাবে নির্ভর করবে।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সন্দেহভাজন এনএসসিএন-কে-ওয়াইএ জঙ্গিদের হামলায় নিহত অসম রাইফেলসের জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইটানগর: ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশের চ্যাংল্যাং জেলায় জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় অসম রাইফেলসের এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

অফিসিয়াল সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ নামপং সার্কেলের অন্তর্গত নামপং নালার কাছে রুটিন টহল দিচ্ছিল আসাম রাইফেলসের একটি দল। ঠিক যে এলাকায় সীমান্ত বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে, সেখানেই এই হামলা চালানো হয়।

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার পেছনে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন এনএসসিএন-কে-ওয়াইএ ইয়ুং আং স্ফাকশন-র সন্দেহভাজন ক্যাডারদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণের অপেক্ষা রয়েছে।

নিহত জওয়ানের নাম হাবিলদার জানখোকাই কুকি, বয়স বিয়াল্লিশ। এই হামলার পর আক্রমণকারীদের খুঁজে বের করতে এবং সীমান্ত



অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎক্ষণাৎ চিরকনি তল্লাশি ও এলাকা নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ওই এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি নজরদারি আরও জোরদার করেছে।

উল্লেখ্য, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে এবং উগ্রপন্থী দলগুলির আশংসামুক্ত চলাচল রোধ করতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বর্তমানে জোরকদমে বেড়া দেওয়ার কাজ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়াকড়ি করার প্রক্রিয়া চলছে। এর মাঝেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটল।

এই হামলার পেছনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং চলমান অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য পরবর্তী আপডেটের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করতে গিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার জন্য দিনহাটা পৌরসভায় এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তীব্র রোদের মধ্যেও পরিষেবা পাওয়ার আশায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার দিনহাটা পৌরসভা চত্বরে এমনই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এক মহিলা।

অভিযোগ, জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার জন্য পৌরসভায় এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু অপেক্ষারত নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত ছাউনি বা বসার ব্যবস্থা না থাকায় প্রবল রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। শুধু বড়রা নন, সঙ্গে থাকা শিশুদেরও একইভাবে রোদে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ওই

মহিলার।

এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই মহিলা বলেন, “বাচ্চা অসুস্থ হলে দায় সরকারকে নিতে হবে।” তাঁর অভিযোগ, সরকারি পরিষেবা নিতে এসে সাধারণ মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। শিশুদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি অপেক্ষারত মানুষের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত বলেও দাবি জানান তিনি।

দিনহাটা পৌরসভা চত্বরে সেদিন উত্তেজনা ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের দাবি, জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করার পাশাপাশি পৌরসভায় আগত নাগরিকদের জন্য ছায়া, বসার জায়গা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করা হোক।



স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তা রক্ষায় ট্রাফিক পুলিশের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সম্প্রতি কোচবিহার জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা ও পরিচালন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

বৈঠকে স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যানবাহনের নিয়মকানুন এবং পথ চলার সময় সতর্কতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পড়ুয়াদের বহনকারী গাড়িতে নির্ধারিত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা, গাড়ির কাগজপত্র ও অন্যান্য নিয়ম ঠিকঠাক রাখা এবং যাতায়াতের সময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে স্কুল



কর্তৃপক্ষকে সচেতন করা হয়।

পাশাপাশি, পড়ুয়াদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং পরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়। স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে

প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক বিভাগের উপ-পুলিশ সুপার বিক্রম প্রসাদ, ট্রাফিক পরিদর্শক, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।

মৃত্যু কিশোরের



নিজস্ব প্রতিবেদন

শীতলকুচি: বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল ১৬ বছরের এক কিশোরের। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি পঞ্চায়েতের মহিষমুড়ি এলাকায়।

মৃত কিশোরের নাম মনোজ বর্মণ। সে মহিষমুড়ি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ তিন বন্ধু নদীতে স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পর দুজন উঠে এলেও মনোজ জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর মনোজকে নদী থেকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর উদ্ধারকাজে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, সময়মতো উদ্ধারকাজ শুরু হয়নি। যদিও পুলিশের দাবি, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা কিশোরটিকে উদ্ধার করে ফেলেছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার যুবক

তলিতলা ক্লাবের সামনে থেকে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের ব্রাউন সুগার উদ্ধারের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দীপঙ্কর শীল। তিনি তুফানগঞ্জের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে কোচবিহারে এসেছিলেন দীপঙ্কর। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার

পুলিশ অভিযান চা লি য়ে

কোচবিহার শহরের তলিতলা ক্লাবের সামনে থেকে তাঁকে আটক করে।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হলে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয় বলে দাবি পুলিশের। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।



এনবিএসটিসির শ্রমিকদের ৯ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থসংরক্ষিত ৯ দফা দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দিল 'নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন'। সিআইটিইউ অনুমোদিত এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সংস্থার বিভিন্ন অনিয়ম দূর করা এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের



দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়নি। সেই কারণেই ৯ দফা দাবি সামনে রেখে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এদিন ইউনিয়নের প্রতিনিধি

ফারুক-সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্মারকলিপি তুলে দেন। তাঁদের দাবি, শ্রমিক ও কর্মচারীদের সমস্যাগুলি নিয়ে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি সংস্থার বিভিন্ন অনিয়ম বন্ধ করার পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থে তাঁদের দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

সিএসসি ভিএলইদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ন্যায্য অধিকার, সরকারি পরিষেবায় কাজের সুযোগ এবং সম্মান পুনরুদ্ধারের দাবিতে কোচবিহারের সিএসসি ভিএলই-দের পক্ষ থেকে ডেপুটি কমিশনার নোয়া হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার জেলার বিভিন্ন সরকারি



দপ্তরে সরকারি চিঠি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে সৌজন্য

সাক্ষাৎ করেন তাঁরা।

এদিন তাঁরা শ্রমদপ্তরে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার কাজ পুনরায় চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। জেলা শাসকের দপ্তরে ই-ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবার জন্য সিএসসি লগইন বন্ধের কারণ জানতে এবং পুনরায় লগইন চালুর আবেদন জানান। কৃষিদপ্তরে কৃষি সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা ও কাজে সিএসসি ভিএলই-দের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলেন।

সিএসসি ভিএলই-দের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ ও অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও কাজ থেকে তাঁদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। এর ফলে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। ন্যায্য অধিকার, কর্মসংস্থান এবং সরকারি পরিষেবায় কাজের সুযোগ পুনরুদ্ধারের দাবিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।



কোচবিহারের ভেনাস স্কোয়ারের পুজোর প্যাণ্ডেলের কাজ চলছে জোরকদমে।
ছবি: দেবশীষ চক্রবর্তী

প্রবীণ নাগরিক দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ১ অক্টোবর কোচবিহারের ল্যান্ডাউন হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ৩৬তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস। প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান, অধিকার

ও সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে এদিন বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ডেপুটি কমিশনার), সদর মহকুমাশাসক, কোতোয়ালি থানার আইসি তথা এসিপি, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিরাজ বোস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা এবং তাঁদের

পাশে থাকার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। প্রবীণদের সম্মান ও তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।



পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২০, কোচবিহার, শুক্রবার, ০২ অক্টোবর - ১৫ অক্টোবর, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...



নাবালকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার ও সুরক্ষা

আজকের ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির ছোঁয়া শৈশবের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই শিশুরা যেভাবে স্মার্টফোনের অক্সিজেন চিনে নেয়, তা প্রযুক্তির সহজলভ্যতা বা 'ইউজার-ফ্রেন্ডলি' হওয়ার যেমন নিদর্শন, তেমনি তা এক গভীর উদ্বেগেরও বিষয়। রিসার্চে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৩-১৪ বছর বয়সেই কিশোর-কিশোরীরা অবাধে সামাজিক মাধ্যমের ডায়ালগ দুনিয়ায় প্রবেশ করছে এবং অনেকে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অথচ ভারতীয় আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীরা 'নাবালক'। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধনের উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, ১৮ বছরের কম বয়সীরা কীভাবে স্বাধীনভাবে সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলছে এবং প্ল্যাটফর্মগুলির 'টার্মস অফ সার্ভিস'-এর সঙ্গে আইনি চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে। ভারতের ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন অনুযায়ী, নাবালকদের সঙ্গে করা চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল বা 'ভয়েড অব ইনিশিও'। ফলে এই আইনি ফাঁকফোকরকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক সামাজিক মাধ্যমগুলি যেভাবে শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা বিঘ্নিত করছে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে, তা দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত ছিল। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার মতো দেশ ইতিমধ্যেই নাবালকদের সামাজিক মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। ভারত সরকারের এই বিষয়ে ভাবনা কেবল আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, বরং দেশের কোটি কোটি শিশুর সুরক্ষার স্বার্থে তা অপরিহার্য।

অনলাইন শোষণ, সাইবার বুলিং, র‍্যাকমেলিং এবং ডিপফেক বা সাইবার অপরাধের মতো মারাত্মক ডিজিটাল ঝুঁকি থেকে শিশুদের রক্ষা করার দায় রাষ্ট্র এবং প্রযুক্তি মাধ্যমগুলির উভয়েরই। তবে এই আইনি কড়াকড়ি যেন কেবল নিষেধাজ্ঞার বেড়া জালে আটকে না থাকে, সেদিকেও নজর রাখা দরকার। পড়াশোনা বা পঠনপাঠনের মতো শিক্ষামূলক ডিজিটাল পরিষেবা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য অভিভাবকদের যচাইকৃত অনুমতি বা ডিজিটাল গার্ডিয়ানের মতো কার্যকর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যম আজ বিনোদনের নামে শৈশবের স্বাভাবিক বিকাশকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। তাই নাবালকদের স্বাধীনভাবে অ্যাকাউন্ট খোলার পথ বন্ধ করতে আইনি ও প্রযুক্তিগত কাঠামো শক্ত করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সরকারের এই আইনি সংশোধনের কাজ দ্রুত ও ফলপ্রসূ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বদলে যাওয়া ভারতের ক্রীড়া মানচিত্র

উত্তর সম্পাদকীয়

ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের উপস্থিতি আজ আর কেবল ক্রিকেটকেন্দ্রিক সীমিত নয়, বরং তা এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে যেখানে আন্তর্জাতিক পদক তালিকা মানেই ছিল হতাশা আর বিচ্ছিন্ন কিছু সাফল্যের গল্প, আজ সেখানে নবজাগরণের এক নতুন সুর শোনা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন—তা সে কমনওয়েলথ গেমস হোক কিংবা এশিয়ান গেমস—ভারতের পদক জয়ের পরিসংখ্যানে এক ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশ্বমঞ্চে ভারতের এই যে আত্মপ্রকাশ, তা কেবল আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা, কাঠামোগত সংস্কার এবং অ্যাথলেটদের সুদীর্ঘ সান্না।

সফলতার চালিকাশক্তি পরিকাঠামো ও সরকারি উদ্যোগ

ভারতের এই রূপান্তরের পেছনে রয়েছে তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট কিছু সচেষ্ট পদক্ষেপ। অতীতে যেখানে ক্রীড়াবিদরা মূলত নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠতেন, আজ সেখানে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার হাত প্রসারিত হয়েছে। 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প এবং 'টপস' তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ এবং তাদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দানে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। কেবল বড় শহর নয়, দেশের ছোট শহর ও গ্রাম বাংলা থেকেও এখন উঠে আসছে উদীয়মান অ্যাথলেটরা। শুটিং, বক্সিং, কুস্তি, এবং ভারোত্তোলনের পাশাপাশি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বা অ্যাথলেটিক্সেও (যেমন নীরজ চোপড়া) ঐতিহাসিক জয়ে উদ্ভূত হয়ে) ভারতীয় খেলোয়াড়দের



নিয়মিত পোডিয়াম ফিনিশ প্রমাণ করে যে আমাদের ক্রীড়াবিদদের মানসিক জড়তা কেটে গেছে। বিশেষ করে, প্যারা-স্পোর্টসে ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলেটদের অভূতপূর্ব সাফল্য দেশের ক্রীড়াভিত্তিক এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। টোকিও প্যারাঅলিম্পিকস বা প্যারিস প্যারাঅলিম্পিকসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পদক জয় আজ প্রমাণ করে যে সুযোগ পেলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করা সম্ভব।

আধুনিক ক্রীড়া বিজ্ঞান এবং মানসিক শক্তির রূপান্তর

ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে ভারত আজ আধুনিক ক্রীড়া বিজ্ঞানের হাত ধরে এগোচ্ছে। পূর্বে কেবল শারীরিক শক্তি ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে অনুশীলন চললেও, বর্তমানে বায়োমেকানিক্স, স্পোর্টস সাইকোলজি, এবং উন্নত নিউট্রিশন বা পুষ্টিবিজ্ঞানের প্রয়োগ বাড়ছে। প্রতিটি শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলেটের পেছনে আজ কোচিং স্টাফের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট ও পুষ্টিবিদদের একটি দল কাজ করছে। এর ফলে খেলোয়াড়দের ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট উন্নত হয়েছে এবং খেলার মাঠে

স্নায়ুর চাপ জয় করার ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে দেখা যেত ভারতীয় খেলোয়াড়রা নকআউট বা ফাইনাল ম্যাচের শেষ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপের কাছে হার মানতেন। বর্তমান প্রজন্মের অ্যাথলেটরা সেই 'ফাইনাল নার্ভাসনেস' কাটিয়ে উঠে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ও আত্মবিশ্বাসী মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন।

চ্যালেঞ্জ ও ঘাটতি সোনার পদক রূপান্তরের লড়াই

তবে সাফল্যের এই ঝিলিকের আড়ালে রয়ে গেছে কিছু গভীর কাঠামোগত সমস্যা। সম্প্রতি বিভিন্ন মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকের সংখ্যা বাড়লেও, সোনা জেতার বা রূপান্তরের হার কিছুটা মন্থর হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সেরা সুযোগগুলো হাতছাড়া হওয়া কিংবা প্রতিযোগিতার চাপে প্রতিভা হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর অভ্যন্তরীণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, স্বচ্ছতার অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্তরে আধুনিক ক্রীড়া বিজ্ঞান ও ফিজিওথেরাপির পর্যাপ্ত সুযোগ না

থাকা এখনও বড় বাধা। ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য খেলাগুলোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত করপোরেট স্পন্সরশিপ বা আর্থিক নিরাপত্তার অভাবও একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন। বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে কেবল পেটের টানে খেলাধুলা ছেড়ে সাধারণ পেশায় চলে যেতে হয়, যা দেশের ক্রীড়া ভবিষ্যতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ভবিষ্যৎমুখী ভাবনা এবং ২০৩৬ অলিম্পিক স্বপ্ন

ভারত আজ ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন দেখছে এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ক্রীড়া শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কেবল মেধার ওপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রতিটি রাজ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্কুল স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। ক্রীড়া প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও পেশাদারিত্বের পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কোনো অ্যাথলেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়। অ্যাথলেটদের ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরও প্রসারিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের ক্রীড়া অবস্থান আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, পরিকাঠামোর অভাব এবং উদাসীনতা কাটিয়ে দেশ আজ এক নতুন সূর্যোদয়ের পথে পা বাড়িয়েছে। সদিচ্ছা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চে ভারতের পতাকা আরও উঁচুতে উড়বে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাতের লেখায় লুকিয়ে মনের হৃদিশ

গ্রাফোলজি ও গ্রাফোথেরাপির অজানা দুনিয়া

সমৃদ্ধি চৌধুরি

ডিজিটাল যুগে আমরা টাইপ করতে যতই অভ্যস্ত হই না কেন, আমাদের হাতের লেখা কিন্তু কেবলই কিছু অক্ষরের সমষ্টি নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের হাতের লেখা হলো তাঁর মস্তিষ্কের আয়না। হস্তাক্ষর বিশ্লেষণের এই বিজ্ঞানকে বলা হয় গ্রাফোলজি, আর হাতের লেখা পরিবর্তনের মাধ্যমে মনের ক্ষত সারিয়ে তোলার পদ্ধতিকে বলা হয় গ্রাফোথেরাপি। প্রতিদিনের যান্ত্রিক জীবনে নিজের অবচেতন মনকে চেনার এক অদ্ভুত চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই বিজ্ঞানের গভীরে।

হাতের লেখা আসলে 'ব্রেন রাইটিং' গ্রাফোলজিস্টদের মতে, হাত কেবল পেন্সিল বা পেনটিক দিয়ে থাকে, কিন্তু লেখার নির্দেশ আসে সরাসরি মস্তিষ্ক এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে। সেই কারণেই একে বলা হয় 'ব্রেন রাইটিং'। একজন মানুষের রাগ, ভয়, আত্মবিশ্বাস বা মানসিক অবসাদ—সবটাই তাঁর অজান্তে অক্ষরের গঠন, লাইনের টান এবং কলমের চাপের মাধ্যমে কাগজে ফুটে ওঠে। বিশ্বে অ্যাপল বা জেনারেল ইলেকট্রিকের মতো বহু বহুজাতিক সংস্থা কর্মীদের নিয়োগের সময় তাঁদের মানসিকতা বুঝতে গ্রাফোলজিস্টদের সাহায্য

নেয়।

অক্ষরের বাঁক ও মনের নাড়ির স্পন্দন আপনার হাতের লেখার একেকটি ছোটখাটো দিক আপনার ব্যক্তিত্বের একেকটি বড় রহস্য ফাঁস করে দিতে পারে।

কলমের চাপ: লেখার সময় কাগজের ওপর যিনি খুব বেশি চাপ দেন, তিনি সাধারণত অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির অধিকারী হন। অন্যদিকে, হালকা চাপে লেখকেরা চটজলদি যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন।

অক্ষরের হেলে থাকা (SLANT): লেখা যদি ডানদিকের দিকে হেলে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সামাজিক এবং হৃদয়ের কথা শোনেন। লেখা বাঁদিকে হেলে থাকলে তিনি অন্তর্মুখী এবং যুক্তিবাদী। আর একদম সোজা লেখা নির্দেশ করে কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ।

অক্ষরের আকার: বড় বড় অক্ষরে যাঁরা লেখেন, তাঁরা সাধারণত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভালোবাসেন এবং বহিমুখী হন। ছোট অক্ষরের লেখকেরা অত্যন্ত মনোযোগী, অন্তর্মুখী এবং গভীর চিন্তাশীল হন।

গ্রাফোথেরাপি: হাতের লেখা বদলে মনের নিরাময় গ্রাফোলজি যদি রোগ নির্ণয় হয়, তবে গ্রাফোথেরাপি হলো তার চিকিৎসা। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে,

সচেতনভাবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়মে হাতের লেখার কিছু অক্ষরের গঠন পরিবর্তন করলে মস্তিষ্কের নিউরোপ্যাথওয়ে বা চিন্তাভাবনার ধরনেও বদল আনা সম্ভব।

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: 'I' অক্ষরের ওপরের ছোট মাত্রাটি (CROSSBAR) যদি একটু উঁচুতে এবং ডানদিকে টানা যায়, তবে তা মানুষের আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

মনঃসংযোগ ও অবসাদ মুক্তি: 'I' বা 'J'-এর ওপরের বিন্দুটি (DOT) যদি একদম নিখুঁতভাবে সোজা ও গোলাক করে দেওয়া হয়, তবে তা চঞ্চল মনকে শান্ত করে এবং মনোযোগ বাড়ায়। আবার লাইনের লেখা যাতে নিচের দিকে নেমে না গিয়ে সোজা বা ওপরের দিকে যায়, তার অভ্যাস করলে ডিপ্রেশন বা মানসিক হতাশা কাতানো সম্ভব।

আইন আদালত ও অপরাধী শনাক্তকরণ গ্রাফোলজির একটি বড় শাখা হলো ফরেনসিক ডকুমেন্ট এক্সামিনেশন। কোনো সুইসাইড নোট আসল নাকি কেউ জোর করে লিখিয়েছে, কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই জাল করা হয়েছে কিনা—তা হস্তাক্ষরের সূক্ষ্ম কম্পন এবং লেখার গতি বিশ্লেষণ করে ধরে ফেলেন বিশেষজ্ঞরা। অপরাধ বিজ্ঞানেও অপরাধীর মানসিক বিকৃতি বা হিংস্রতা আঁচ করতে গ্রাফোলজির ব্যবহার অনস্বীকার্য।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকরী সম্পাদক: দেবশীষ চন্দ্রবতী

সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার,

দুর্গাশ্রী মিশ্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সুপ্রধর,

শ্রীতমা ভট্টাচার্য, সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ অধিকারিক: মিঠুন রায়

ঢাকায় পাঠ উন্মোচন হলো পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার ‘উদার আকাশ’-এর

শাহ মতিন টিপু

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বহুল প্রচারিত ‘উদার আকাশ’ পত্রিকার ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪৩৩।

লেখক-গবেষক ফারুক আহমেদ সম্পাদিত সুন্দর প্রচ্ছদযুক্ত প্রকাশনাটি শেওড়াপাড়া, ঢাকা বাংলাদেশে ডরপ’র বৃহস্পতির আড়তার অনাড়ম্বর আয়োজনে ‘পাঠ উন্মোচন’ হলো ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও সংস্কৃতিমনা সরকারি-বেসকারি ও এনজিও’র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দসহ আরো অনেকে।

মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুসি আলীউদ্দিন আল আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ’র উপ-মহাব্যবস্থাপক মুহম্মদ হাসান খালেদ।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক-ব্যাংকার আবদুর রাজ্জাক, ডা. রাজিয়া বেগম, মাজেদা শওকত, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফরিদউদ্দিন (অব.), অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও উন্নয়ন-ইতিহাস লেখক আজহার আলী তালুকদার, শফিকুল ইসলাম, অলক মজুমদার, রত্না তালুকদার, উপ-নির্বাহী পরিচালক-ডরপ ও কলামিস্ট মোহাম্মদ যোবায়ের হাসান প্রমুখ।

‘উদার আকাশ’ পত্রিকায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি মনো লেখক ও মাতৃবন্ধু এএইচএম নোমান’র উন্নয়ন রাজনীতির গোঁড়ার কথা এবং কবি ও কথা



সাহিত্যিক রোকেয়া ইসলাম’র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান’ লেখা দুটি প্রকাশিত হওয়ায় সকলে উচ্ছ্বসিত হন। বাংলাদেশের পাঠককুল পত্রিকার মেকআপ, গেটআপ এবং পত্রিকার কলেবর’র ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডরপ’র ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ‘উদার আকাশ’র পাঠ উন্মোচন অনুষ্ঠানটি আরো বেশী অর্থবহ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডরপ সভাপতি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল আমিন।



দায়ী কে?

মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি

হাসিখুশি ছেলোটো খুব চুপচাপ হয়ে গেছিল। ঘরেই বসে থাকত, চুল-দাড়ি কাটত না, বন্ধুদের সঙ্গে মিশত না। একদিন সে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠল। সেদিন ছিল তার জন্মদিন। সে গাছে জল দিল, পাখিদের চাল দিল, সেই আগের মতো। সকলের সঙ্গে বসে চা খেল, গল্প করল, তারপর সেলুনে গেল চুল-দাড়ি কাটতে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে সে মাংস কিনে ফিরল আর কিছু টুকটাকি। সে ব্যবসা করত, সামান্য পয়সা রয়েছে জমানো।

সেলুন থেকে ফিরে সে অনেকক্ষণ ধরে ম্লান করল। তারপর মাংস রাঁধতে বসল। ছুটির দিনে সে সকলের জন্য মাংস রাঁধত। তাকে ভারি শুদ্ধ-সুন্দর দেখাচ্ছিল। রান্নার পরে সবার সঙ্গে একসাথে বসে সে খেল। বাবা ডায়েরি খুলে আজকের খুশির দিনটি লিখে রাখলেন।

এরপর রাত নেমে এল ধীরে। সে বলল, খাবার বেড়ে রাখো মা, কাজ শেষ করে খাব। ও বরাবর এভাবেই কাজ করে। বহুদিনের উৎকণ্ঠা

পেরিয়ে গভীর ঘুম নেমে এলো শ্বিতমুখ মায়ের চোখে। আবার সেই চেনা ছেলোটো!

তারপর অনেক রাতে ছেলের ঘরের আলো জ্বলছে দেখে নেভাতে এলেন বাবা। সে কাজ করতে করতে এমন ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু ঘরে ঢুকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে বাবার কণ্ঠ থেকে। ফ্যান থেকে বুলে আছে ছেলোটো! সকালে সে কিনে এনেছিল শক্ত দড়ি। ওঃ! ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন বাবা, শরীরটা এখনও গরম,

প্রাণ আছে! তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে নামান ওকে, যুবক সন্তান, দুর্বহ ভার! জাগ বাবা জাগ রে! বৃকে-হাতে-পায়ে মালিশ, জোরে হাওয়া, জাগল না সে। তারপর অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, থানা-পুলিশ! সব শেষ! শোকস্তব্ধ মায়ের হাতে ছোট্ট একটি চিরকুট—

‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।’

অস্ফুটে মা বলে, বেঁচে থেকেও আমি যে মরে রইলাম, এর জন্য দায়ী কে হল বল তো!

কৃষিভিত্তি

নিঃসঙ্গ সিলিকন সিটি

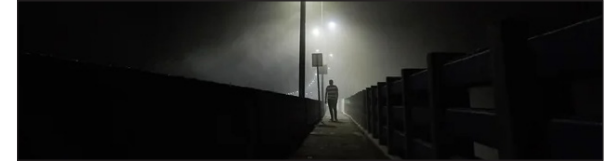
অবজিৎ কর

ইলেকট্রনিক সিটির ভিড়ে, কিংবা কোরমঙ্গলার গলি, জানলার ধারে একা বসে দেখি মেঘেদের কানাগলি। হাজার আলোর ঝিলমিল এই আলোর শহরে, তোমার আমার চেনা মুখ আজ বেশ দূরে।

কাজের চাপে দিন কেটে যায় ল্যাপটপের স্ক্রিনে, সন্ধ্যা নামে অডুত ক্লান্তি জড়ানো দিনে। কফি কাপে ধোঁয়া ওঠে, সঙ্গে জমে থাকা স্মৃতি, ভিড়ের মাঝেও এই শহরে একা থাকার রীতি।

ফ্যানের শব্দে কেটে যায় রাতের প্রথম প্রহর একলা ঘরে নিজের ছায়াই আমার সহচর। তবু মন বলে, ধৈর্য ধরো, এ তো সময়ের খেলা, নিজের সাথে দিন কাটানোর এই শেষ বেলা।

পথচারী



ননিকা ধর

পথের ধুলো মেখে চলে এক নীরব পথচারী, চোখে তার জমে থাকে হারানো দিনের ভারী। গন্তব্যের চেয়ে যেন পথই তার আপন, অচেনা বাঁকে খোঁজে সে পরিচিত কোনো ক্ষণ। কেউ আসে, কেউ যায়—পথ থাকে নিরন্তর, পদচিহ্ন মুছে গেলেও স্মৃতি থাকে অন্তর। জীবন আসলে পথ, আমরা সবাই পথচারী—শেষ প্রান্তে পৌঁছেও খুঁজি, কোথায় ছিলাম আমি।

অতন্দ্র প্রহরীর চেনা অচেনা -৪

জঙ্গলের পথ পেরিয়ে হাটের টানে—জলদাপাড়ায় ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

অরুণ কুমার

সেদিন ছিল সকালের জলদাপাড়া। চারদিকে তখনও জঙ্গলের গায়ে লেগে রয়েছে রাতের শিশির। দূরে কোথাও অদৃশ্য পাখির ডাক, শাল-সেউনের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে মাটির পথে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে হাতির চলার শব্দ কিংবা হরিণের সতর্ক ডাক। আর সেই সবুজের বুক চিরে এগিয়ে গেলে হলং নদীর ধারে দেখা মিলবে এক নতুন ঠিকানার—‘জলদাপাড়া পর্যটন হাট’।

ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকের কাছে জলদাপাড়া মানেই এতদিন ছিল জঙ্গল, গুপ্তার, হাতি, জিপসি সাফারি আর নদীর নির্জনতা। এবার সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষ ও সংস্কৃতির আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর একটি নতুন দরজা। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত সোনাবুরি হাটের আদলে তৈরি এই হাট আগামী দিনে জলদাপাড়ার পর্যটন মানচিত্রে আলাদা পরিচয় তৈরি করতে পারে।

এবারের অর্থাৎ ২০২৬ এর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে মাদারিহাটের শালবাগান এলাকায় হাটটির সূচনা হয়েছে। প্রতি বৃহস্পতিবার বসবে এই হাট। দিনটি বেছে নেওয়ার পিছনেও রয়েছে পর্যটনের একটি সুন্দর পরিকল্পনা। ওই দিন জলদাপাড়া-সহ আশপাশের জঙ্গলে সাফারি বন্ধ থাকে। অর্থাৎ যে দিন জঙ্গলের দরজা কিছুটা বন্ধ, সেই দিনই পর্যটকের সামনে খুলে যাবে অন্য এক ডুয়ার্স—মানুষের ডুয়ার্স, লোকসংস্কৃতির ডুয়ার্স, স্বাদের ডুয়ার্স। ভাবুনতো, সকালে জিপসিতে চেপে জঙ্গলে বেরিয়েছেন। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি দিল গুপ্তার। কোথাও রাস্তা পার হল হাতির দল। ফিরে এসে দুপুরের বিশ্রাম। তারপর বিকেলের নরম আলোয় হলং নদীর ধারে



হাটতে হাটতে পৌঁছে গেলেন পর্যটন হাটে। চারদিকে সাজানো স্থানীয় মানুষের হাতে তৈরি সামগ্রী। কোথাও চুড়ি, কোথাও গলার মালা, চাদর, হ্যাণ্ডলুম শাড়ি। কোথাও মধু, স্থানীয় চাল কিংবা গ্রামীণ পণ্য। প্রতিটি সামগ্রীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোনও না কোনও মানুষের শ্রম, গল্প এবং জীবন।

রাভা, টোটো, মেচ ও গোখা সম্প্রদায়ের শিল্পী ও কারিগরদের তৈরি সামগ্রী এখানে পর্যটকের হাতে পৌঁছে যাবে সরাসরি। শুধু কেনাকাটা নয়, থাকবে গান, নাচ ও লোকসংস্কৃতির পরিবেশনাও। পর্যটক চাইলে সেই আনন্দে অংশ নিতে পারবেন। অর্থাৎ এখানে দর্শক আর শিল্পীর মধ্যে দূরত্বটা অনেকটাই কমে যাবে।

আর খাবারের কথা? ডুয়ার্সকে কি শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায়! তার স্বাদও নিতে হয়। স্থানীয় মহিলাদের হাতে তৈরি পিঠা-পায়েস, সেল রুটি, মাছের নানা পদ—সব মিলিয়ে তৈরি হবে এক অন্যরকম রসনার অভিজ্ঞতা। থাকবে তোসার বোরলি মাছের মতো স্থানীয় স্বাদের আকর্ষণও। শহরে রেস্টুরাঁর

ছবি- ইন্টারনেট

সাজানো খাবারের বাইরে এই স্বাদ পর্যটককে পৌঁছে দেবে ডুয়ার্সের ঘরের রান্নার কাছে।

এই হাটের সবচেয়ে বড় শক্তি অবশ্য এখানকার স্থানীয় মহিলারা। এলাকার ২০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা হাট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা শুধু পণ্য বিক্রি করবেন না, পর্যটনের অর্থনীতির সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠবেন। তাঁদের হাতে তৈরি সামগ্রী, খাবার এবং উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যটকের খরচের একটি অংশ সরাসরি পৌঁছেবে স্থানীয় পরিবারগুলির কাছে।

আর এখানেই রয়েছে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের সম্ভাবনা। জঙ্গলের কাছাকাছি পর্যটন যত বাড়বে, ততই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব বাড়বে। স্থানীয় পণ্য, স্থানীয় শ্রম এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে সামনে রেখে পর্যটন গড়ে তুললে দূরবর্তী বাজারের উপর নির্ভরতা কমে, পরিবহণের চাপও কমানো যায়। ভবিষ্যতে প্লাস্টিক বর্জন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পরিচ্ছন্নতার মতো উদ্যোগ আরও শক্তিশালী হলে জলদাপাড়া পর্যটন হাট হয়ে উঠতে পারে প্রকৃতিবান্ধব পর্যটনের একটি সুন্দর উদাহরণ।

জলদাপাড়ায় এসে তাই এবার শুধু জঙ্গলের প্রাণী দেখলেই ভ্রমণ শেষ হবে না। জঙ্গল দেখার পর মানুষকেও দেখতে হবে। নদীর শব্দ শুনতে হবে, লোকগানের সুরে কান পাততে হবে, স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে হবে, হাতে তুলে নিতে হবে কোনও কারিগরের তৈরি ছোট্ট একটি স্মারক।

জলদাপাড়া পর্যটন হাট সেই সুযোগটাই তৈরি করছে—প্রকৃতি থেকে মানুষের কাছে, জঙ্গল থেকে জনজীবনের কাছে, আর একজন পর্যটককে শুধু দর্শক না রেখে ডুয়ার্সের জীবন্ত গল্পের অংশ করে নেওয়ার।

হয়তো একদিন জলদাপাড়ায় ফিরে যাওয়ার স্মৃতিতে গুপ্তার ছবি বা হাতির দলটির পাশাপাশি থেকে যাবে হলং নদীর ধারে সেই বিকেলটিও—একটি হাট, কিছু গান, কিছু মানুষের হাসি, আর ডুয়ার্সের মাটির গন্ধ।

এবার ভ্রমণ

কলেজ চত্বরে আত্মহত্যার চেষ্টা এসএফআই নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: ক্লাস চলাকালীন কলেজে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন বাম ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই)-এর এক ছাত্রনেতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ছাত্রের অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এ যোগ না দেওয়ায় গত দেড়-দু'মাস ধরে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা ও মারধর করা হচ্ছিল।

আক্রান্ত ছাত্র অর্ঘব সরকার

কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া এবং এসএফআই-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক। তাঁর দাবি, বিষয়টি একাধিকবার কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অ্যান্টি র্যাসগিং কমিটিকে জানানো হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার কলেজে গিয়ে ফের কয়েকজনের হাতে অপমানিত ও মারধরের শিকার হওয়ার পরই তিনি চরম পদক্ষেপের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।

ক্লাসে উপস্থিত ইতিহাস বিভাগের এক শিক্ষক তাঁকে আটকান এবং অধ্যক্ষের ঘরে নিয়ে যান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। অর্ঘবের অভিযোগ, তাঁকে এবিভিপি-তে যোগ

দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়েও তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন বলে দাবি।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবিভিপি। সংগঠনের ব্লক আস্থায়ক বিনায়ক দাসের দাবি, ঘটনার সঙ্গে এবিভিপির কোনও যোগ নেই। তাঁর বক্তব্য, অর্ঘব কয়েক জন সহপাঠীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ দেবশিস দাস জানান, লিখিতভাবে আগে কোনও অভিযোগ পাননি তাঁরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অর্ঘবকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

পাহাড়ের হোমস্টেতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ

বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ের হোমস্টেগুলির নিরাপত্তা ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কড়াকড়ির উদ্যোগ নিল প্রশাসন। ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বৈঠকে পাহাড়ে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কতগুলি হোমস্টে চলছে, তার বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হোমস্টেগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারসহ জিটিএ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের এক দম্পতি সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে মধুচন্দ্রিয়ায় গেলে বার্ষিক উয়ের আগুনে নববধু গুরুতরভাবে ঝলসে যান। অভিযোগ ওঠে, সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রশিক্ষিত কর্মীর ব্যবস্থা ছিল না। আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সময় লাগে। ঘটনার পরই পাহাড়ের হোমস্টেগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হোমস্টে ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে রেজিস্ট্রেশন ও পুনর্নিবীকরণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নতুন হোমস্টে খোলার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ও নথি

জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বৈঠকে পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, মংপু ও কাশিয়াংয়ের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করতে চাওয়া হচ্ছে, ওয়াখাথন, রিভার ক্রাফটিং ও প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, দার্জিলিংয়ের যানজট, জঞ্জাল ও পানীয় জলের সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যানজট কমাতে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি রোপণে প্রকল্প নিয়েও আলোচনা চলছে। একইসঙ্গে পর্যটন দপ্তরের পরিষেবা ও ওয়েবসাইট আরও ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি থেকে হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি, শিলং এবং শিলচর পর্যন্ত একটি হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়কারি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের নিরাপত্তা ও যাতায়াত মসৃণ করতেই এই মেগা উদ্যোগ। প্রায় ৬৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পরিকল্পনামূলক প্রকল্পে মোট ৬১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটির প্রায় ৪০০ কিলোমিটার করিডর নির্মাণে খরচ হবে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। নতুন গ্রিনফিল্ড রুট ও বর্তমান ব্রাউনফিল্ড সড়কের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হবে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জানান, এই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি পৌঁছানোর সময় ১২ ঘণ্টা থেকে কমে মাত্র ৬ ঘণ্টায় নেমে আসবে। এর ফলে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যিক ও ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

নাবালিকার প্রসবে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ জন নাবালিকা মায়ের সন্তান প্রসবের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় হাসপাতালের সহকারী সুপারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ৬ নাবালিকা প্রসূতির বিরুদ্ধে পকসো আইনে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট বার্তা, ভবিষ্যতে জন্ম শংসাপত্র বা নথি তৈরির সময় এই আইনি পদক্ষেপ এড়ানো অসম্ভব।



বাঘিনি এল বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্পে, ২ অক্টোবর ছাড়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্রপ্রকল্প থেকে উত্তরবঙ্গের বক্সা এসে পৌঁছাল একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘিনি। ২ অক্টোবর বক্সা জঙ্গলের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে এটিকে ছাড়া হবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে পরবর্তীতে তাকে খোলা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাঘিনি আসার পর ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার বক্সার সার্বিক প্রস্তুতি সেরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরা। এছাড়া আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে বন দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন তিনি। বাঘিনির স্বাস্থ্যরক্ষা, নিরাপত্তা, গলায় পরানো রেডিও কলারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং জঙ্গলসংলগ্ন বস্তিগুলির বাসিন্দাদের সচেতন করার বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বনমন্ত্রী জানান, ২ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘিনিটিকে জঙ্গলে ছাড়া হবে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। বাঘিনি ছাড়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে তিনি প্রায় দশ মিনিট বক্তব্য রাখবেন।

বুধবার সকালেই আকাশপথে বিহার থেকে হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে এসে পৌঁছায় অতিথি বাঘিনিটি। সেখান থেকে সম্পূর্ণ কড়া নিরাপত্তায় 'গ্লিন করিডর' তৈরি করে সড়কপথে তাকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে এবং বনকর্মীরা তার শারীরিক অবস্থার ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন। বাঘিনির গতিবিধি নজরে রাখতে তার গলায় ইতিমধ্যেই রেডিও কলার পরানো হয়েছে। লোকালয়ের দিকে তার চলে আসার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হলে তাৎক্ষণিক

পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যেও বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে বন দপ্তর।

নেপাল সীমান্তসংলগ্ন বাল্মীকি ব্যাঘ্রপ্রকল্পে টানা অভিযানের পর মঙ্গলবার বিকেলে ঘুমপাড়ানি গুলিতে বাঘিনিটিকে কাবু করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় জয় করে বনকর্মীদের এই সফল অভিযানকে ঐতিহাসিক সাফল্য বলেই দেখছে রাজ্য বন দপ্তর। বক্সার জঙ্গলে ইতিপূর্বেই অসম ও ভুটানের দিক থেকে পুরুষ বাঘের আনাগোনা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। তাই নতুন বাঘিনি ছাড়ার পর তাদের গতিবিধিও গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

তবে এই উদ্যোগ নিয়ে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগও রয়েছে। তাঁদের মতে, হঠাৎ করে একটি নতুন পরিবেশে পূর্ণবয়স্ক বাঘিনিকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকি থেকেই যায়। যদিও বনমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সমস্ত নিরাপত্তা দিক খতিয়ে পরেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।



হোল্ডিং সেন্টার থেকে পালানোর চেষ্টা 'রোহিঙ্গা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: রোহিঙ্গা সন্দেহে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছিল এক যুবককে। সেখান থেকেই পালানোর চেষ্টা করে ওই যুবক। ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। শেষপর্যন্ত বনদপ্তরের প্রশিক্ষিত কুকুর 'অরল্যান্ডো'র সাহায্যে তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকালে হোল্ডিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালান ধৃত মোহাম্মদ সোলেমান। বিষয়টি বুঝতে পেরে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ খোঁজ না মেলায় বনদপ্তরের সাহায্য নেওয়া হয়। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে থাকা প্রশিক্ষিত কুকুর 'অরল্যান্ডো'কে অভিযানে নামানো হয়।

সোলেমানের পোশাকের গন্ধ



অনুসরণ করে 'অরল্যান্ডো' প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পানিকৌড়ি মোড় সংলগ্ন একটি চা-বাগানে পৌঁছে যায়। সেখান থেকেই তাঁকে আটক করে পুলিশ।

গত ২০ সেপ্টেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে চার জনকে আটক করে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সোলেমানও ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে, হোল্ডিং সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে বন্দি দেওয়াল টপকে পালানোর সুযোগ পেলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রুগ্ন স্কুল বন্ধের পক্ষে সুকান্তর সওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন

গঙ্গারামপুর: রাজ্যের পড়ুয়াশূন্য ও রুগ্ন স্কুলগুলোর পরিকাঠামো পুনর্বিন্যাসের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে নতুন সাংসদ কার্যালয়ের উদ্বোধন করতে এসে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মাত্র চারজন পড়ুয়ার বিপরীতে পাঁচজন শিক্ষক থাকা স্কুলগুলি কি আদৌ চলিয়ে যাওয়া উচিত? পাশাপাশি, অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত পড়ুয়া থাকলেও পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন গঙ্গারামপুরের চৌপাখি এলাকায় ধুমধাম করে নতুন সাংসদ কার্যালয়ের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিদ্যুৎকুমার রায় ও জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী।



এই কার্যালয় চালু হওয়ায় মহকুমার বাসিন্দাদের প্রশাসনিক কাজের জন্য আর বালুরঘাট ছুটতে হবে না, স্থানীয় এলাকাতেই সমস্ত পরিষেবা মিলবে।

উদ্বোধনের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে ৫১ জন দুঃস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন সুকান্ত মজুমদার। এরপর আলয় শিশু আবাসে শিশুদের সাথে সময় কাটিয়ে তাদের হাতে মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন তিনি। দিন শেষে দেবীকোট ভবনে গঙ্গারামপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক মতবিনিময় সভাতেও অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তারেক রহমানের দিল্লি সফরে তাড়াহুড়ার কারণ দেখছেন না, জানালেন ত্রিবেদী

সমীরা রায়

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফর নিয়ে তড়িঘড়ির কোনো কারণ দেখছেন না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তাঁর কথায়, সম্ভাব্য এই সফর নিয়ে দুই দেশই ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। অবশ্য, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফর নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাই কমিশনার। পরে তাঁরা আলাদাভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

ত্রিবেদীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের সম্ভাব্য তারিখ ঠিক হয়েছে কি না। জবাবে ভারতের হাই কমিশনার বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর ভিজিট নিয়ে আগে যা আলোচনা হয়েছিল, আমি আবার বলি—আমাদের আমন্ত্রণ খোলা



রয়েছে। এটা নিয়ে আমার মনে হচ্ছে না এবার কোনো তাড়াহুড়ার দরকার আছে। যখন সময় হবে, নিশ্চয়ই হবে। সবকিছু খুবই ইতিবাচক। তবে আমাদের অবশ্যই যথাযথ সময় দেওয়া উচিত। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবকিছু ইতিবাচক হবে। এর মধ্যে নেতিবাচক কিছু ভাবার কোনো প্রশ্নই নেই।”

দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, “সফর নিয়ে হাই কমিশনার হিসেবে তিনি ইতিবাচক, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও ইতিবাচক এবং বাংলাদেশের মানুষও ইতিবাচক। আমি তো যখনই রাস্তায় হাঁটি, মানুষের সঙ্গে কথা বলি, সবকিছু ইতিবাচক দেখি। রাজনৈতিক

বাধাবাদকতা দুপক্ষের জন্যই রয়েছে, ওসব ঠিক হয়ে যাবে এবং সেইমতো কাজ চলছে। তবে সবকিছু খুবই ইতিবাচক এবং আমি নিশ্চিত যে, দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য সুবিধাজনক সময় হলেই সবকিছু ঘটবে।

পরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে তাঁকেও প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি যেতে পারেন বলে যে আলোচনা চলছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে হুমায়ুন কবীর বলেন, “গুঞ্জন চলছে, তো গুঞ্জন নিয়ে তো আমি আলাপ করতে পারি না। কত গুঞ্জনই তো চলে, আমি তো বাস্তব বা রিয়েলিটি নিয়ে কথা

বলি। রিয়েলিটি হচ্ছে, আমরা খুব ভালো বৈঠক করেছি এবং আমি ইতিবাচক যে, আমরা অদূর ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারি।”

দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকার কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, চ্যালেঞ্জ তো আছেই, আগেই বলা হয়েছে। আলোচনা মাধ্যমেই সেই চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। পরিবেশ যখন পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে সহায়ক হবে, তখন সফর হবে।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের ঢাকা সফর নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না— এমন প্রশ্নে তিনি জানান, সেরকম কোনো আলাপ হয়নি।

এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, “এটি সম্পূর্ণ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ছিল। এখানে সফর নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং আমরা তা নিয়ে ইতিবাচক। কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করছি। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা অত্যন্ত ইতিবাচক।”

নিউইয়র্ক সফর শেষে দেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

শাহ মতিন টিপু



ঢাকা: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চার দিনের নিউইয়র্ক সফরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি ১১টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকসহ মোট ৩০টি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন।

তিনি বলেন, এসব বৈঠক ও কর্মসূচিতে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জনশক্তি রপ্তানি, জ্বালানি নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা সংকট, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ও আন্তর্জাতিক শান্তি সহ বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে মাহদী আমিন এ কথা বলেন।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর চার দিনের সফরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ-সংশ্লিষ্ট আটটি কর্মসূচি, জাতিসংঘের সাইডলাইনে চারটি উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠান, ১১টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আরও কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাহদী আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসব বৈঠকে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকালে ওয়াশিংটনের শীর্ষ বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জেপি মরগান চেজ আয়োজিত একটি প্রায়শঃ বৈঠকে অংশ নেন। সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

তিনি বলেন, এরপর প্রধানমন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসাকে স্বাগত জানানো হয় এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, সেখানে বাংলাদেশে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মাহদী আমিন আরও বলেন, বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। তিনি কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই তিনটি বৈঠকেই বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিন দেশই প্রধানমন্ত্রীকে নিজ নিজ দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশি কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা, আরও জনশক্তি রপ্তানি,

জ্বালানি নিরাপত্তা, খনিজ খাতে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চার দিনের কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সাধারণ পরিষদ-সংশ্লিষ্ট আটটি কর্মসূচির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটিতে বক্তব্য দিয়েছেন। এর বাইরে বিশ্বব্যাপকের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মহাসচিব, মিয়ানমারবিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত, জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার হাইকমিশনার এবং জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী গেটস ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউট এবং ওয়াশিংটনের বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। উন্নয়ন অংশীদার ও স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। মাহদী আমিন বলেন, বাংলাদেশের আয়োজনে রোহিঙ্গা সংকট এবং মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও মিডওয়াইফারি নিয়ে দুটি উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও জাস্ট ট্রানজিশন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি নিয়েও প্রধানমন্ত্রী উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানও সফরে আটটি উচ্চপর্যায়ের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন এবং এর চারটিতে বক্তব্য দিয়েছেন। মাহদী আমিন বলেন, এর মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্ল্যাটফর্ম অব উইমেন লিডার্স, ফার্স্ট স্পাউসেস ডায়ালগ এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য ও মিডওয়াইফারি-সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। চার দিনে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীরা প্রায় ৮০টি বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বলেও জানান মাহদী আমিন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর, শামা ওবায়দ, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি সহ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগদান শেষে দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। নিউইয়র্ক সময় শুক্রবার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।

দুই দশক পর ইরাক ছাড়ছে মার্কিন সেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাগদাদ: দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পর অবশেষে ইরাক থেকে নিজেদের শেষ ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে চলেছে মার্কিন বাহিনী। ২০০৩ সালে সাদাম হোসেনের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে প্রায় ৪,৫০০ মার্কিন সেনা প্রাণ হারিয়েছিল। বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের এই সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ‘অক্ষরীতি’ বা ‘অক্ষ শক্তি’ ও তাদের মিত্রদের এক ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন সেনার এই প্রস্থান



ইরাকে ইরানের প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন উপস্থিতি তেহরানের একচ্ছত্র প্রভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, এখন সেই বাধা সরে যাওয়ায় মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব আরও তীব্র হতে পারে।

অন্যদিকে, কুর্দি ও ইরাকি নিরাপত্তা আধিকারিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন গোয়েন্দা ও লজিস্টিক সহায়তার অভাবে এই ক্ষমতার শূন্যতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। যদিও দেশটির সরকার এই প্রভাব মোকাবিলায় সচেষ্ট রয়েছে।

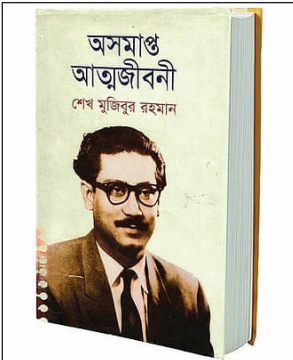
‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বিক্রি বন্ধের দাবি

শাহ মতিন টিপু

ঢাকা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বিক্রির অভিযোগে ঢাকার স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্রে তাল দোওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্রয়কেন্দ্রের দুই কর্মী আমিনুল ইসলাম ও হুমায়ুন কবীরকে তুলে নিয়ে আটকে রাখা হয়। পরে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ আর বিক্রি না করার শর্তে পুলিশের সমঝোতায় ওই দুই কর্মীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিকেল সাড়ে ষোড়শটার দিকে দুই যুবক বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্রে এসে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ কিনতে চান। বইটি বের করে দেওয়ার পর তারা এটি বিক্রি করা নিয়ে আপত্তি জানান এবং বইটি নিষিদ্ধ বলে দাবি করেন। একপর্যায়ে



আশাপাশের আরও কয়েকজনকে জড়ো করে তারা বিক্রয়কেন্দ্রের শাটার নামিয়ে তাল বুলিয়ে দেন। একই সময় বিক্রয়কেন্দ্রের দুই কর্মী আমিনুল ইসলাম ও হুমায়ুন কবীরকে আটক করা হয়।

সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, তুলে নেওয়া দুই কর্মীকে ধানায় আনা হয়নি। তাঁদের ফরিদাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই

তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ২০২৪ সালের পর আর ছাপানো হয়নি। তাই বইটি আর বিক্রি না করার শর্তে পুলিশ ফাঁড়ি থেকেই দুই কর্মীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি।

এদিকে ইউপিএলের সম্পাদকমণ্ডলীর পরিচালক ফিরোজ আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে আমরা বই সরিয়ে নিতে বাধ্য হব। কিন্তু সরকার এমন কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত আমরা নিজেরা কোনো বই বাজার থেকে সরাব না।’

তিনি বলেন, ‘শুধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী নয়, আগেও বিভিন্ন বই নিয়ে চাপ এসেছে। কিন্তু আমরা কোনো বই বাজার থেকে সরাইনি। কারণ, বই প্রকাশের পেছনে আমাদের শ্রম ও বিনিয়োগ রয়েছে। সরকার আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ করলে অবশ্যই আমরা তা সরিয়ে নেব।’

বাণিজ্য চুক্তি



নিজস্ব প্রতিবেদন

নিউ ইয়র্ক: দুই দেশের ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা ও শুল্ক নীতির জটিলতার কারণে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হতে কিছুটা সময় লেগেছে বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে এশিয়া সোসাইটির এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, চুক্তি নিয়ে বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে মোটামুটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

মার্কিন শুল্ক নীতির পরিবর্তন ও সেকশন ৩০১ সংক্রান্ত তদন্তের ফলে আলোচনা দীর্ঘায়িত হলেও এটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করবে। ইতিমধ্যে বাণিজ্য আলোচনা চূড়ান্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গায়েল।

উৎসবের ভুরিভোজে কেএফসি-র বিশেষ নিবেদন ক্রিম্পি চিকেন মোমো

শিলিগুড়ি: উৎসব মানেই আনন্দ, উল্লাস, আপনজনদের সঙ্গে জমে ওঠা আড্ডা আর রসনা তৃপ্ত করার মতো সুস্বাদু সব খাবার। আর এই উৎসবের মরসুমকে আরও রঙিন ও সুস্বাদু করে তুলতে কেএফসি ইন্ডিয়া নিয়ে এসেছে তাদের বিশেষ ‘উৎসবের ভুরিভোজ’ অফার।

উৎসবের এই আনন্দময় দিনগুলোকে খাদ্যরসিকদের জন্য আরও স্মরণীয় করে তুলতে কেএফসি-র এই বিশেষ আয়োজন নিশ্চিতভাবেই আপনার উদযাপনে এনে দেবে এক নতুন মাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের কেএফসি প্রেমীদের জন্য পুজোর আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলতে হাজির হয়েছে দুর্দান্ত সব অফার। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রাহকরা সর্বোচ্চ ৪৫% পর্যন্ত সাশ্রয়ে উপভোগ করতে পারবেন বিভিন্ন পুজো স্পেশাল অফার। মাত্র ১৪৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া কেএফসি-র এই বিশেষ ‘উৎসবের ভুরিভোজ’ মেনুতে জায়গা করে নিয়েছে হট অ্যান্ড ক্রিম্পি চিকেন, বোনলেস চিকেন স্ট্রিপস, চিকেন ক্রিসপার, রাইস বোলস-এর মতো আপনারদের সমস্ত অল-টাইম ফেভারিট বা জনপ্রিয় পদগুলো।



মোমোর প্রতি ভারতীয়দের ভালোবাসাকে নতুন মোড় দেবে এই ক্রিম্পি চিকেন মোমো। কারণ এতে রয়েছে রসালো চিকেন, সুগন্ধি মশলা এবং কেএফসি-র সিগনেচার ক্রাঞ্চের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। প্রতিটি মোমো কেএফসি স্পেশাল ক্রিম্পি আন্তরণে মোড়ানো, যা

বাইরে থেকে মুচমুচে এবং ভেতর থেকে রসালো ও সুস্বাদু। এর সঙ্গে পরিবেশন করা হবে স্পেশাল চিলি গার্লিক চাটনি, যা প্রতিটি কামড়ে যোগ করবে ঝাল ও সুস্বাদের ঝলক।

১৯৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া এই নতুন ক্রিম্পি চিকেন মোমো পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত কেএফসি রেস্টোরাঁগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। প্যাভেল হপিংয়ের ফাঁকে চটজলদি কিছু খাওয়া হোক কিংবা গভীর রাতের আড্ডা—এই নতুন খাবারটি মোমো প্রেমীদের এক চিরচেনা খাবারকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।

তাহলে আর দেরি কেন? এই উৎসবের মরসুমে কেএফসি-র ‘উৎসবের ভুরিভোজ’ অফার এবং নতুন ‘ক্রিম্পি চিকেন মোমো’-র সাহায্যে আপনার মুহূর্তগুলোকে আরও বেশি স্মরণীয় করে তুলতে পৌঁছে যান আপনার কাছের কেএফসি রেস্টোরাঁয়। এ ছাড়াও কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট (HTTPS://ONLINE.KFC.CO.IN/) অথবা যেকোনো জনপ্রিয় ফুড ডেলিভারি আপের মাধ্যমেও অর্ডার করতে পারেন।

কলকাতায় পা রাখল ‘অপটিমিস্ট’ স্মার্ট এসি

কলকাতা: ভারতের অন্যতম সেরা বিদ্যুৎ শাস্ত্রী এসি ব্র্যান্ড ‘অপটিমিস্ট’ এবার পা রাখল কলকাতার বাজারে। নির্ভরযোগ্য কুলিং, কম বিদ্যুৎ খরচ এবং স্মার্ট প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা দিতে এই ব্র্যান্ডের উচ্চ-দক্ষতার এসি রেঞ্জ এখন থেকে কলকাতায় পাওয়া যাবে। এর আগে বেঙ্গালুরু, দিল্লি এনসিআর ও হায়দ্রাবাদে সফল লঞ্চের পর ব্র্যান্ডটি এবার চেন্নাই, মুম্বাই ও পুনের পাশাপাশি কলকাতাতেও তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করল। বর্তমানে অ্যামাজন এবং WWW.OPTIMIST.IN ওয়েবসাইটের পাশাপাশি প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ব্র্যান্ড স্টোরেও অপটিমিস্ট এসি পাওয়া যাচ্ছে।

অপটিমিস্ট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আশিস গোয়েল বলেছেন, “কলকাতার তীব্র ও আর্দ্র গরমে এসির ওপর চাপ থাকে অনেক বেশি, অথচ বিদ্যুৎ খরচও রাখতে হয় নিয়ন্ত্রণে। তাই ‘অপটিমিস্ট’ নিয়ে এসেছে শক্তিশালী কুলিং, উচ্চ শক্তি দক্ষতা এবং স্মার্ট মনিটরিংয়ের এক দুর্দান্ত সমন্বয়। আমাদের লক্ষ্য—গ্রাহকদের প্রতিদিনের এসি ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলা।”

৬.০৫ ISEER রেটিংয়ের এই এসি



ভারতের গরম আবহাওয়ায় ২৫-৩৫% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। ১.৪ টনের এই এসি মাইক্রোচ্যানেল হিট এক্সচেঞ্জার এবং টুইন-রোটরি কম্প্রেশরের সাহায্যে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমেও স্থির কুলিং বজায় রাখতে সাহায্য করে। দ্রুত ঘর ঠাণ্ডা করতে এতে আছে ‘টার্বো প্লাস’ প্রযুক্তি, যা ১.৯ টন পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে পারে। এছাড়া বিল্ট-ইন গ্যাস ইন্ডিকেটর, অ্যাপ কন্ট্রোল ও সার্ভিস অ্যালার্টের মতো স্মার্ট ফিচারের মাধ্যমে এসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই সহজ। দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকানার আস্থার প্রতীক হিসেবে এই রেঞ্জের সঙ্গে মিলছে ৫ বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি এবং ১০ বছরের কম্প্রেশর ওয়ারেন্টি।

দুর্গাপুরে চালু ‘অ্যামাজন নাও’

দুর্গাপুর: ভারতে দ্রুত ডেলিভারি পরিষেবা ‘অ্যামাজন নাও’ ১২০টিরও বেশি শহরে সম্প্রসারণ করল অ্যামাজন। মাত্র দুই সপ্তাহে পরিষেবাটির পরিধি দ্বিগুণ হয়েছে। অমৃতসর, জলন্ধর, আম্বালা, ম্যাঙ্গালোর, কোচি, ভুবনেশ্বরসহ একাধিক শহরের গ্রাহক এখন কয়েক মিনিটে পণ্য পাচ্ছেন।

মুদিখানা, ফল-সবজি, হিমায়িত খাবার, ব্যক্তিগত পরিচর্যা, ফ্যাশন-বিউটি, ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং ঘর-রান্নাঘরের সামগ্রীসহ হাজার হাজার পণ্য এই পরিষেবায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় ৮০০টি ক্ষুদ্র ও শহুরে পণ্য পূরণকেন্দ্রের মাধ্যমে অর্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ গোয়েল জানান, অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালের

আগে দেশের আরও বেশি গ্রাহকের কাছে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি পৌঁছে দিতেই এই সম্প্রসারণ। প্রতি ত্রৈমাসিকে ‘অ্যামাজন নাও’-এর অর্ডার দ্বিগুণ হচ্ছে বলে দাবি সংস্থার। সেপ্টেম্বরে সংস্থা জানায়, গত তিন মাসের হিসাবে ভারতে ‘অ্যামাজন নাও’-এর বার্ষিক হিসাবভিত্তিক মোট বিক্রয়মূল্য ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ৩০০টিরও বেশি শহরে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে অ্যামাজন।

৮ই অক্টোবর থেকে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালে ‘অ্যামাজন নাও’-এ বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ অফার থাকবে। এসবিআই ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ইএমআই লেনদেনে ১০ শতাংশ ত্যাগক্ষমক ছাড় এবং প্রাইম সদস্যদের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুবিধা মিলবে।

ডেলিভারি কর্মীদের জন্য ইভি সুবিধা বাড়ানো ইনস্টামার্ট

কলকাতা: ডেলিভারি কর্মীদের কাছে ব্যাটারি বদলের সুবিধা পৌঁছে দিতে ইউলু ও ইউমা এনার্জি (YULU ও YUMA ENERGY)-র সঙ্গে অংশীদারিত্ব করল ইনস্টামার্ট। বৈদ্যুতিক দু’চাকার গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো এবং চার্জ দেওয়ার কারণে ডেলিভারিতে সময় নষ্ট কমানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

চলতি মাসের শুরুতে ইনস্টামার্ট-এর একটি পণ্য সরবরাহ কেন্দ্রে প্রথম ব্যাটারি বদল কেন্দ্র চালু হয়। YUMA ENERGY-এর বর্তমানে ২,০০০টিরও বেশি ব্যাটারি বদল কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি ব্যাটারি বদলাতে দুই মিনিটেরও কম সময় লাগে। প্রতিদিন ৯০ কিলোমিটার বা তার বেশি পথ গাড়ি দেওয়া ডেলিভারি কর্মীদের দিনে দু’বার পর্যন্ত ব্যাটারি বদলাতে হতে পারে। পণ্য সরবরাহ কেন্দ্রের কাছে এই সুবিধা থাকলে প্রতিদিন ৬০ মিনিট পর্যন্ত যাতায়াত ও অপেক্ষার সময় বাঁচানো সম্ভব।



ইনস্টামার্ট-এর ড্রাইভার ও ডেলিভারি বিভাগের সহ-সভাপতি অনন্ত চৌধুরী জানান, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে গাড়ির সহজলভ্যতা, পরিচালন খরচ কমানো এবং চার্জ দেওয়ার সময় কমানো জরুরি। ইউলু ও ইউমা এনার্জি (YULU ও YUMA ENERGY)-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সমাধানে কাজ করছে সংস্থা। এদিকে, YULU-এর বৈদ্যুতিক দু’চাকার গাড়ি ব্যবহারকারী ডেলিভারি কর্মীদের ভাড়ার টাকার একটি অংশ ফেরত দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছে ইনস্টামার্ট। মে ২০২৬-এ কর্মসূচি চালুর পর হাজার হাজার কর্মী এই

সুবিধা পেয়েছেন এবং তাঁদের ভাড়ার খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। YUMA ENERGY-এর রাজস্ব ও পরিচালন বিভাগের প্রধান দীপক নানওয়ানি বলেন, “ডেলিভারি কর্মীর কাছে বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের মূল প্রশ্ন হল, এটি বর্তমান গাড়ির তুলনায় প্রতি

শিফটে বেশি আয় করতে সাহায্য করবে কি না। গাড়ির শাস্ত্রীয় মূল্য, সলল থাকার সময় এবং প্রয়োজনের সময় শক্তি পাওয়ার সুবিধাই আয়ের সুযোগ নির্ধারণ করে। বৈদ্যুতিক গাড়ির সঙ্গে ব্যাটারি বদল পরিকাঠামো যুক্ত হলে এই দুই সমস্যার সমাধান হয় এবং চার্জের কারণে সময় নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমে।” ইনস্টামার্ট ও সুইগি বর্তমানে সারা ভারতে ৫০টিরও বেশি বৈদ্যুতিক গাড়ি সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। নতুন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ডেলিভারি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভি বিজনেস ও সিসকো মেরাকি-র অংশীদারিত্ব

শিলিগুড়ি: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ক্লাউড ব্যবহার ও দূরবর্তী কাজ দ্রুত বাড়ছে। তাই এআই-এর যুগে সুরক্ষিত ও আধুনিক নেটওয়ার্কের চাহিদা অনেক বেড়েছে। শিল্পখাতের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতের SD-WAN মার্কেট বছরে ২০.৫% হারে বেড়ে ২০৩১ সালের মধ্যে ১৪.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। এই দ্রুত বর্ধমান বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে, শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি-এর এন্টারপ্রাইজ শাখা ‘ভি বিজনেস’— সিসকো মেরাকি-র সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে তাদের HYBRID SD-WAN পোর্টফোলিও আরও উন্নত করা হবে।

ভি বিজনেসের হাইব্রিড এসডি-ওয়ান সলিউশনটি সিসকো মেরাকি দ্বারা চালিত, যা এন্টারপ্রাইজগুলিকে হাইব্রিড নেটওয়ার্কিং, মাল্টি-ক্লাউড ইন্টিগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেটেড সেইফটির মাধ্যমে তাদের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ করতে সাহায্য করে। মেরাকির সিঙ্গল ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে গ্রাহকরা সহজেই অ্যাপ্লিকেশন ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক রাউটিং এবং ওয়াই-ফাই ও সেলুলার কানেক্টিভিটি পরিচালনা করতে পারবে। ভি বিজনেসের দেশব্যাপী সংযোগ এবং সম্পূর্ণ পরিচালিত পরিষেবার মাধ্যমে ব্যবসাস্ত্রী কোনো অগ্রিম মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই তাদের নেটওয়ার্ক স্কেল করতে পারে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের চিফ এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অফিসার এম পি সুনীল কুমার বলেন, “এন্টারপ্রাইজগুলির বর্তমানে এমন সুরক্ষিত ও ফ্লেক্সিবল নেটওয়ার্ক সলিউশন প্রয়োজন যা সরাসরি তাদের স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে মানানসই। সিসকোর সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা আমাদের ক্লায়েন্টদের টেকসই ও ভবিষ্যৎমুখী নেটওয়ার্ক তৈরিতে নিশ্চিত করে।”

অন্যদিকে, সিসকো ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়ার পাটনার অর্গানাইজেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোক শিবশঙ্কর বলেন, “এআই-প্রধান বিশ্বে আধুনিক এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক-কে হতে হবে বুদ্ধিমান, সুরক্ষিত এবং পরিবর্তনের উপযোগী। ভি বিজনেসের সঙ্গে মিলে আমরা এন্টারপ্রাইজগুলিকে একটি পরিচালিত হাইব্রিড এসডি-ওয়ান সমাধান দিয়ে তাদের নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণে সহায়তা করছি।”

স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী

আধুনিক স্মার্ট ওয়াচের আধুনিক সমাধান, ঘড়িতেই পালস ট্র্যাক

স্মার্টওয়াচ এখন আর কেবল শারীরিক কসরত বা ঘুমের হিসাব রাখার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক অনেক ঘড়িতেই রয়েছে একটানা নাড়ির গতি বা পালস ট্র্যাক করার সুবিধা এবং কোনো কোনো ডিভাইস একক-লিড ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম বা ইসিজি রেকর্ড করতেও সক্ষম, যা দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও হৃদস্পন্দনের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

একটি স্মার্টওয়াচ কি অনিয়মিত হৃদস্পন্দন

শনাক্ত করতে পারে? হ্যাঁ, তবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। এই ডিভাইসগুলি এমন কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা লক্ষণ খুঁজে বের করতে পারে যা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ইঙ্গিত দেয়। তবে এই সংকেত কোনো চূড়ান্ত চিকিৎসা ডায়াগনোসিস নয়। এর মূল সুবিধা হলো এমন কোনো হৃদস্পন্দনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, যা হয়তো সাধারণ সময়ে অলক্ষ্যেই থেকে যেত।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচ কবজিতে রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন মাপতে আলোক-ভিত্তিক সেন্সর বা

ফটোপ্লেথিসমোগ্রাফি প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা হৃদস্পন্দনের সময় ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা ট্র্যাক করে। এছাড়া কিছু ঘড়িতে আঙুল দিয়ে ইসিজি রেকর্ড করার সুযোগও থাকে। তবে নড়াচড়া, আলগা স্ট্রাপ বা সামান্য অতিরিক্ত স্পন্দনের কারণে সিগন্যালে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তাই ঘড়ির যেকোনো সতর্কবার্তাকে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় না ভেবে, চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত হিসেবে দেখা উচিত। অনিয়মিত স্পন্দনের লক্ষণগুলো সবসময় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সময়

উপস্থিত নাও থাকতে পারে। ঘরে, ঘুমের মধ্যে বা ভ্রমণের সময় এ ধরনের কোনো লক্ষণ ধরা পড়লে, সেই ডেটা চিকিৎসককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে মনে রাখবেন, স্মার্টওয়াচ কোনো চিকিৎসক নয়; এটি কেবল একটি মনিটরিং টুল মাত্র। ঘড়ি কোনো অস্বাভাবিকতা দেখালে

আতঙ্কিত না হয়ে বা নিজে নিজে চিকিৎসা না করে, সেটির রেকর্ড সংরক্ষণ করুন এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।



মেদিনীপুরে চালু হলো ‘ডেলিভারি-ইন-মিনিটস’ পরিষেবা ‘অ্যামাজন নাও’

মেদিনীপুর: মেদিনীপুরে ‘ডেলিভারি-ইন-মিনিটস’ পরিষেবা ‘অ্যামাজন নাও’ চালু করল অ্যামাজন। এর মাধ্যমে ফল-সবজি, দুধ, পাউরুটি, মুদিখানার সামগ্রী, ফ্রোজেন ফুড, পার্সোনাল কেয়ার, ফ্যাশন ও বিউটি পণ্য, ছোট যন্ত্রপাতি এবং হোম-কিচেনের সামগ্রী-সহ হাজার হাজার পণ্য কয়েক মিনিটে ডেলিভারি পাবেন গ্রাহকরা।

মেদিনীপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি প্রিমিয়াম

amazon now

চকোলেট, ড্রাই ফ্রুটস, পার্সোনাল কেয়ার ও হোম কেয়ার পণ্যের চাহিদাও রয়েছে। অ্যামাজন-এর নিত্য প্রয়োজনীয় বিভাগের শ্রীকান্ত শ্রী রাম জানান, অ্যামাজন নাও ভারতে বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিকীকৃত মোট বিক্রি অতিক্রম

করেছে এবং চালুর পর থেকে প্রতি ত্রৈমাসিকে অর্ডার দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে ৬০টিরও বেশি শহরে ৭৫০টির বেশি মাইক্রো-ফুলফিলমেন্ট ও আরবান ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। দীপাবলির

মধ্যে ১০০টি শহরে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে অ্যামাজন-এর।

এদিকে, ৮ই অক্টোবর থেকে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে। এই উপলক্ষে অ্যামাজন ডট ইন-এ বিভিন্ন পণ্যে অফারের পাশাপাশি এসবিআই ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ই এমআই লেনদেনে ১০ শতাংশ তাত্ক্ষণিক ছাড় এবং প্রাইম সদস্যদের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুযোগ থাকবে।

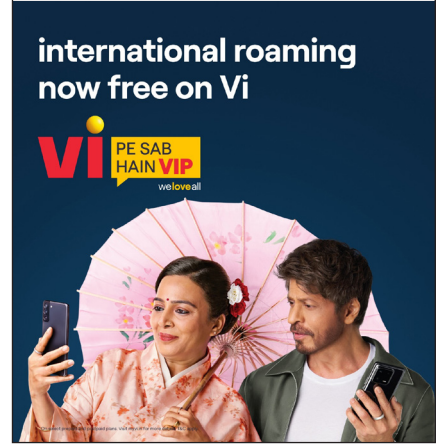
ভি নিয়ে এল বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা

শিলিগুড়ি: টেলিকম

অপারেটর ভি তাদের নতুন ব্র্যান্ড প্রমিজ “ভি পে সব হয় ভি আই পি” - এর আওতায় গ্রাহকদের জন্য এক যুগান্তকারী প্ল্যান নিয়ে এসেছে। এখন থেকে নির্দিষ্ট পোস্টপেইড, প্রিপেইড এবং এন্টারপ্রাইজ প্ল্যান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা দেবে ভি। এর ফলে বিদেশ ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত সিম কার্ড কেনা বা আকস্মিক রোমিং বিলের দৃষ্টান্ত থেকে মুক্তি পাবেন গ্রাহকরা।

বিশ্বজুড়ে ১৭০টিরও বেশি দেশে এই সুবিধা উপভোগ করা যাবে।

নতুন এই অফারের আওতায় গ্রাহকরা বছরে সর্বোচ্চ ৩টি পর্যন্ত বিদেশ সফরে বিনামূল্যে রোমিং সুবিধা, নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ডেটা কোটা এবং আউটগোয়িং মিনিট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। যার মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৯,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে। ভি-এর প্রধান মার্কেটিং অফিসার অবনীশ খোসলা জানান, প্রথাগত ধারণাকে বদলে দিয়ে গ্রাহকদের জীবন সহজ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি গ্রাহক নিজেদের ভিআইপি ভাবে পারেন। এই অফারটি পেতে গ্রাহকদের শুধুমাত্র ভি



অ্যাপ ব্যবহার করে সহজেই প্ল্যানটি অ্যাক্টিভ করতে হবে।

পোস্টপেইড প্ল্যান মাত্র ৫০১ টাকা থেকে, বার্ষিক প্রিপেইড আনলিমিটেড ডেটা প্ল্যান এবং কর্পোরেট প্ল্যান মাত্র ৪৫১ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানকে নিয়ে তৈরি একটি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ক্যাম্পেইনের প্রচার চালানো হচ্ছে। এই উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে ভি আন্তর্জাতিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আনন্দদায়ক করে তুলেছে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: WWW.MYVI.IN/AL-LAREVIP/ROAMFREE এবং বিজ্ঞাপনটি দেখতে ভিজিট করুন: [HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IWULHN37VTY](http://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IWULHN37VTY)

ভারতে এল সেনহাইজার-এর মোমেন্টাম ৫ সিরিজ

কলকাতা: ভারতের বাজারে মোমেন্টাম ৫ ওয়্যারলেস হেডফোন এবং মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৫ ইয়ারব্যাড আনলো সেনহাইজার। উন্নত সাউন্ড, দীর্ঘ ব্যাটারি ব্যাকআপ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে নতুন এই দুই পণ্যে।

মোমেন্টাম ৫ ওয়্যারলেস -এ রয়েছে এইচডি ৬০০ সিরিজ থেকে অনুপ্রাণিত ৪২ মিমি ড্রাইভার, ডলবি ডলবি অ্যাটমসএবং LOSSLESS অডিও সাপোর্ট। ৮টি মাইক্রোফোনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আগের মোমেন্টাম ৪-এর তুলনায় মাঝারি মাত্রার বাইরের শব্দ ৩ গুণ পর্যন্ত বেশি কমাতে পারে। এএনসি চালু রেখেও ৫৭ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ, দ্রুত চার্জ এবং ব্যবহারকারী নিজে ব্যাটারি ও কানের প্যাড পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে। এটি কালো ও ডেনিম রঙে পাওয়া যাবে; পরে সাদা, ব্রোঞ্জ ও ল্যাভেন্ডার রঙও আসবে।

মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৫ ইয়ারবাডে রয়েছে ২৪-বিট/৯৬ কিলোহার্টজ পর্যন্ত উচ্চমানের অডিও,

শুরু প্রি অর্ডার



ডলবি অ্যাটমস, স্বয়ংক্রিয় শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং

আশপাশের শব্দ শোনার সুবিধা। নতুন নকশার এই ইয়ারবাড IP54 মানসম্পন্ন এবং এতে ব্যাটারি নিজে পরিবর্তন করা যায়। একবার চার্জে ১২ ঘণ্টা এবং চার্জিং বাক্সসহ ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। রয়েছে BLUETOOTH ৬.০, উন্নত কলের সুবিধা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শব্দ পরিষ্কার করার প্রযুক্তি।

দুটি পণ্যই ডলবি অ্যাটমস-এর সঙ্গে মাথার নড়াচড়া অনুযায়ী শব্দের দিক পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে। মোমেন্টাম ৫ ওয়্যারলেস-এর প্যাকেজিংও প্লাস্টিকমুক্ত। ভারতে মোমেন্টাম ৫ ওয়্যারলেস-এর দাম ৩৯,৯৯০ টাকা এবং মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৫-এর দাম ২৯,৯৯০ টাকা। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে। প্রি-অর্ডারে ৫,৯৯০ টাকা মূল্যের সেনহাইজার বিটিডি ৬০০ BLUETOOTH USB ডঙ্গল বিনামূল্যে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুটি পণ্যই ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে অনলাইন ও অফলাইন বিপণনকেন্দ্রে বিক্রি হবে।

টাটা স্টারবাক্স নিয়ে এল আঞ্চলিক স্বাদে ভরপুর লিমিটেড এডিশন পুজোর মেনু

শিলিগুড়ি: পুজো উপলক্ষে টাটা স্টারবাক্স তাদের লিমিটেড এডিশন “আমার পুজো, আমার স্টারবাক্স” মেনু নিয়ে হাজির হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক স্বাদের এই মেনু তাদের সমস্ত স্টোরে পাওয়া যাবে।

কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর, পাটনা, রাঁচি এবং গ্যাংটকের বাছাই করা স্টোরগুলিতে এই উৎসবের মেনুতে দুটি নতুন পদ যুক্ত হয়েছে — কষা মাংস রোল এবং গুড়ের সন্দেশ ফ্ল্যান। কষা মাংস রোলে রয়েছে বাঙালির প্রিয় কষা মাংস এবং খাস্তা পরোটার মেলবন্ধন, অন্যদিকে গুড়ের সন্দেশ ফ্ল্যানে নলেন গুড় ও বিস্কুটের বেস দিয়ে ঐতিহ্যবাহী সন্দেশকে দেওয়া হয়েছে আধুনিক ছোঁয়া।

এছাড়া পুরনো জনপ্রিয় পদগুলির মধ্যে ফিরে আসছে ঢাকাই চিকেন

র্যাপ, ভেটকি ভাজা স্যান্ডউইচ, চিংড়ি টার্নওভার, সর্ষে চিকেন বার্গার, আলু পোস্ত বার্গার এবং কালাকাঁদ পাই। টাটা স্টারবাক্সের প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের প্রধান মিতালী মহেশ্বরী জানিয়েছেন যে, এই নতুন মেনুটি স্টারবাক্সের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাদকে যুক্ত করার পাশাপাশি পুজোর দিনগুলিতে আড্ডা ও উদ্‌যাপনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করবে।

মহালায়া উপলক্ষে কলকাতার পার্ক ম্যানশন, সাউথইন্ডিনিউ, লাউডন স্ট্রিট এবং নিউ আলিপুরের স্টোরগুলি সকাল ৫টায় খোলা হবে। এছাড়া এই আউটলেটগুলিতে স্টারবাক্স পাটনারদের উদ্যোগে কফি-টেস্টিং সেশনেরও আয়োজন করা হবে।

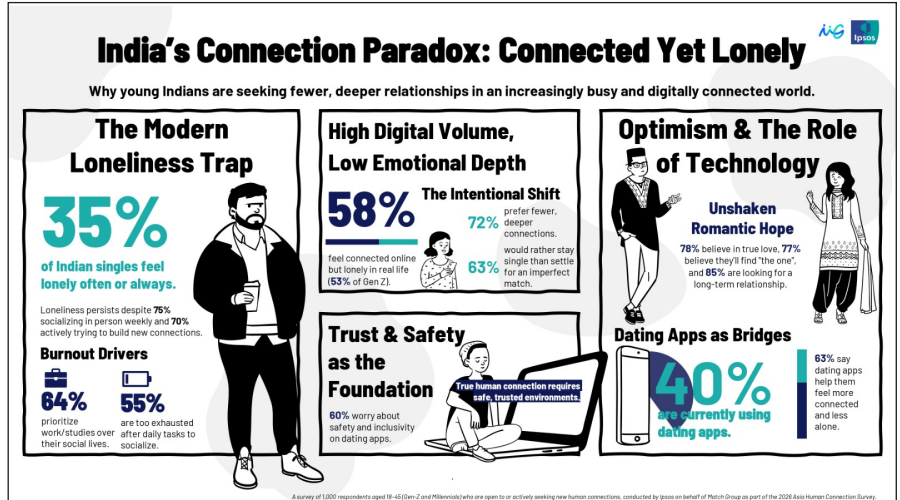
বর্তমানে টাটা স্টারবাক্স ভারতের ৮০টি শহরে ৫১৯টি স্টোর পরিচালনা করছে, যেখানে ৪,৩০০ জনেরও বেশি কর্মী কাজ করছেন।

একাকীত্বের মাঝেও নতুন সম্পর্কের চেষ্টায় ৭০% ভারতীয়, সমীক্ষা ম্যাচ গ্রুপ-এর

কলকাতা: আধুনিক ব্যস্ত ও ডিজিটাল জীবনের কারণে তরুণ অবিবাহিতদের জন্য অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা কঠিন হয়ে উঠছে। ম্যাচ গ্রুপ-এর উদ্যোগে আইপএসওএস (IP-SOS)-এর করা HUMAN CONNECTION SURVEY-তে ভারতে ১৮-৪৫ বছর বয়সী ১,০০০ জন অবিবাহিতের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৩৫% ভারতীয় অবিবাহিত প্রায়ই বা সবসময় একাকীত্ব অনুভব করেন। অথচ ৭০% নতুন সামাজিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছেন এবং ৭৫% সত্তাহে একবারের বেশি সরাসরি সামাজিক মেলামেশা করেন।

সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬৪% কাজ বা পড়াশোনাকে সামাজিক জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এবং ৫৫% দৈনন্দিন কাজের পর ক্লাস্তির কারণে সামাজিকভাবে মেলামেশা করতে পারেন না। ৫৮% জানিয়েছেন, অনলাইনে মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও বাস্তব জীবনে তাঁরা একাকীত্ব অনুভব করেন।

৭২% ভারতীয় অবিবাহিত কম কিন্তু গভীর সম্পর্ক পছন্দ করেন এবং ৭০% নতুন সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সক্রিয়। রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ স্পষ্ট। ৭৮% সত্যিকারের ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন, ৭৭% মনে করেন তাঁরা ‘মনের মানুষ’-এর সন্ধান পাবেন এবং ৮৫% দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক চান। জেনারেশন জেডের ক্ষেত্রে এই হার ৮৯%। এছাড়া ৬৩% অসম্পূর্ণ ম্যাচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বদলে খোঁজ চালিয়ে যেতে চান এবং ৭২% এমন ব্যক্তির সঙ্গেই ডেট করতে চান, যাঁর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি



ভবিষ্যৎ দেখতে পান।

ম্যাচ গ্রুপ-এর সিনিয়র ডিরেক্টর ও ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের রিজিওনাল হেড অনুকূল কুমার বলেন, তরুণ ভারতীয়রা সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও সচেতন হচ্ছেন। তাঁর মতে, ব্যস্ত জীবনযাপন ও ডিজিটাল যোগাযোগের কারণে প্রকৃত সম্পর্ক তৈরি কঠিন হলেও প্রযুক্তি মানুষকে সত্যিকারের, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৪০% ভারতীয় অবিবাহিত বর্তমানে ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে ৬৩% মনে করেন, ডেটিং অ্যাপ তাঁদের আরও সংযুক্ত ও কম একাকী অনুভব করতে সাহায্য করে। আগামী ১২ মাসে ৫৫%

ডেটিং অ্যাপ ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন এবং ৬০% অনলাইন ডেটিংকে রোমাঞ্চকর বলে মনে করেন।

তবে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ৬০% অনলাইনে ডেটিংয়ের সময় নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্ভিগ্ন। ৫২% ডেটিং অ্যাপ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই করা প্রোফাইল ও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ইপএসওএস (IP-SOS)-এর এই সমীক্ষা ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডে পরিচালিত হয়েছে। ভারতে মেট্রোপলিটন ও টিয়ার-১ শহরের ১৮-৪৫ বছর বয়সী ১,০০০ জন অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক এতে অংশ নেন।

ছুটির প্যাকেজে নতুন চমক ক্লিয়ারট্রিপ-এর



কলকাতা: ফ্লিপকার্টের সংস্থা ও ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ারট্রিপ ছুটির প্যাকেজে বিভাগে প্রবেশের ঘোষণা করেছে। নতুন পরিষেবায় ফ্লাইট, হোটেল, অ্যাক্টিভিটি এবং ট্রান্সফার একত্র করে বিশেষজ্ঞদের তৈরি একটি ভ্রমণসূচি দেওয়া হবে, যা যাত্রীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবেন। ক্লিয়ারট্রিপের বৃহত্তর বৃদ্ধির কৌশলের অংশ হিসেবে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। সংস্থার লক্ষ্য, পৃথক ট্রাভেল বুকিংয়ের বাইরে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ, মাল্টিমোডাল ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে ওঠা।

সাধারণ হলিডে প্যাকেজের মতো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে চলতে হবে না। ক্লিয়ারট্রিপের প্যাকেজে যাত্রীরা হোটেল বদলাতে, অ্যাক্টিভিটি পরিবর্তন করতে বা ফ্লাইট পাল্টাতে পারবেন, তবে প্যাকেজের মূল কাঠামো বজায় থাকবে। ক্লিয়ারট্রিপের চিফ বিজনেস অফিসার—এয়ার, গৌরব পাটোয়ারী বলেন, “ভারতে ছুটির প্যাকেজে পরিকল্পনা বরাবরই হয় দুটির একটিতে—হয় আপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্যাকেজ দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী চলতে হয়, অথবা নিজেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়ে সবকিছু পরিকল্পনা করতে হয়। আমরা মনে করি, এর চেয়ে আরও ভালো একটি উপায় রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের তৈরি পরিকল্পনা, যাত্রীর নিজের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনের সময় বিশেষজ্ঞের সহায়তা—এই তিনটি বিষয়ই আমরা একসঙ্গে এনেছি।

জনপ্রিয় সব গন্তব্যের জন্য আজ এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় যাত্রীরা তাদের পরবর্তী ভ্রমণের পরিকল্পনা করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন।

পরিকল্পনার সময় যাত্রীরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারবেন। বুকিংয়ের পর লাইভ ভ্রমণসূচিতে চালকের তথ্য, ভাউচার ও প্রতিদিনের পরিকল্পনা থাকবে। ভ্রমণের সময় পাওয়া যাবে ২৪x৭ সহায়তা ফ্লিপকার্ট গ্রন্থের অংশ হওয়া এবং ক্লিয়ারট্রিপের বৃহৎ পরিসরের কারণে সংস্থাটি ফ্লাইট, হোটেল ও অভিজ্ঞতা প্রদানকারীদের কাছ থেকে বিশেষ মূল্য ও ইনভেন্টরি নিশ্চিত করতে পেরেছে। এই সুবিধা প্যাকেজের মূল্য, বিশেষজ্ঞদের তৈরি পরিকল্পনা ও নমনীয়তার মাধ্যমে যাত্রীদের দেওয়া হবে। এছাড়া রয়েছে ক্লিয়ারট্রিপ-এর প্রাইজ বিট অফার। একই ভ্রমণসূচি অন্য কোথাও কম দামে পাওয়া গেলে ক্লিয়ারট্রিপ সেই দামের চেয়েও কম দামে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপনে কৃত্রিম কনটেন্ট চিহ্নিতকরণে এএসসিআই-এর নির্দেশিকা

কলকাতা: বিজ্ঞাপনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি বিষয়বস্তু বা কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত বিষয়বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলভাবে পরিচিতি দেওয়ার বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ভারতের বিজ্ঞাপন মানদণ্ড পরিষদ। প্রকাশের তিন মাস পর থেকে নির্দেশিকাটি কার্যকর হবে।

নির্দেশিকায় চারটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে—কোন ধরনের কৃত্রিমভাবে তৈরি বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ, কোথায় পরিচিতি দেওয়া বাধ্যতামূলক, কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন নেই এবং কীভাবে পরিচিতি দিতে হবে। নিষিদ্ধ বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে ভুয়া সমর্থন বা প্রশংসাপত্র তৈরি, পণ্যের ফলাফল বা বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে দেখানো, অস্তিত্বহীন স্থানকে বাস্তব হিসেবে

উপস্থাপন, অনুমতি ছাড়া স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত কাজ ব্যবহার এবং সম্মতি ছাড়া কোনও ব্যক্তির মুখাবয়ব বা পরিচয় ব্যবহার।

কৃত্রিমভাবে তৈরি প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রচারদূত, সম্মতিসহ বাস্তব ব্যক্তির মুখ বা কণ্ঠস্বরের প্রতিলিপি, কৃত্রিম ঘটনা বা পরিবেশ, অস্তিত্বহীন পণ্যের প্রদর্শন, পণ্য-সম্পর্কিত কৃত্রিম শব্দ এবং অর্থের বিনিময়ে তৈরি পণ্যের সুপারিশের ক্ষেত্রে পরিচিতি দেওয়া বাধ্যতামূলক। অর্থের বিনিময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি পণ্যের সুপারিশে ‘বিজ্ঞাপনদাতা ব্র্যান্ড’ উল্লেখ করতে হবে।

তবে রং বা আলোর সামান্য পরিবর্তন, শব্দ কমানো, ছোটখাটো দাগ দূর করা, সাজসজ্জার উপাদান, স্পষ্ট কল্পনাভিত্তিক দৃশ্য এবং

উপশ্রবোনা, অনুবাদ বা বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিচিতি বাধ্যতামূলক নয়। প্রয়োজনে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি শব্দ বা দৃশ্য’ অথবা ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে উন্নত করা শব্দ বা দৃশ্য’ ধরনের পরিচিতি ব্যবহার করা যাবে।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মানিশা কাপুর জানান, গ্রাহকদের বোঝাপড়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এমন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই নির্দেশিকার লক্ষ্য। তবে শুধু পরিচিতি দিলেই বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন গ্রহণযোগ্য হবে না। কৃত্রিমভাবে তৈরি বিষয়বস্তু ব্যবহার করা সমস্ত বিজ্ঞাপনই পরিষদের সম্পূর্ণ বিধি অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে।

সলফেজ স্মার্ট ইলেকট্রনিক্সের আইপিও শুরু ৩০ সেপ্টেম্বর



কলকাতা: স্মার্ট ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থার সাথে যুক্ত কলকাতাভিত্তিক কোম্পানি সলফেজ স্মার্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড তাদের ইনিশিয়াল পাবলিক অফার বা আইপিও ঘোষণা করেছে। এই আইপিও সাবস্ক্রিপশনের জন্য আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। কোম্পানির শেয়ারগুলি বিএসই এসএমই প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

কোম্পানিটি প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৯,৬০,০০০টি ইকুইটি শেয়ার অফার করছে। প্রতিটি শেয়ারের ইস্যু মূল্য রাখা হয়েছে ৫৫ টাকা। এর মাধ্যমে মোট ২১.৭৮ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই আইপিও সম্পূর্ণ মূল্য আবেদন করার সময়ই পরিশোধ করতে হবে। খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য আবেদনের সর্বনিম্ন লট সাইজ ২,০০০ শেয়ার (ন্যূনতম দুই লট, যা প্রায় ২.২০ লক্ষ টাকা)। এই ইস্যুর বুক রানিং লিড ম্যানেজার হিসেবে রয়েছে ফিনশোর ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড এবং রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছে কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড।

আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ

কোম্পানির রিটেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হবে। এর মধ্যে ১২টি নতুন শোরুম চালু করার জন্য ৮.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান ব্যবসার কাজে ৯.৬৭ কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন হিসেবে এবং বাকি ১.৮০ কোটি টাকা সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

সলফেজ স্মার্ট ইলেকট্রনিক্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ কুমার আগরওয়াল জানান, প্রিমিয়াম হোম এন্টারটেইনমেন্ট ও কানেক্টেড লিভিংয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমাদের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করছে। আমাদের লক্ষ্য বাজার উপস্থিতি জোরদার করা এবং গ্রাহকদের আরও উন্নত অভিজ্ঞতা দেওয়া।

কোম্পানির আর্থিক পারফরম্যান্সও ধারাবাহিক উন্নতি দেখা গিয়েছে। বিগত তিন অর্থবর্ষে কোম্পানির মোট আয় ও মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রিমিয়াম হোম অডিও, ভিডিও এবং স্মার্ট অটোমেশন সলিউশনের ক্রমবর্ধমান বাজারে সলফেজ তাদের এই নতুন পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে প্রস্তুত।

জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ-র পোর্টফোলিওতে উৎসবকালীন সংযোজন

কলকাতা: ভারতের উৎসবের মরশুমকে আরও রঙিন করে তুলতে ক্লাসিক লেজেন্ডসের অধীনে থাকা বিখ্যাত মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড—জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ, তাদের সম্পূর্ণ মোটরসাইকেল রেঞ্জ বড় ধরনের আপডেট নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাওয়া ৪২ ওজি-এর সবচেয়ে বড় রূপান্তর, নতুন রঙের সমাহার এবং রাইডার-কেন্দ্রিক নানা উৎকর্ষতা।

এই নতুন পরিবর্তনগুলি প্রতিটি ব্র্যান্ডের ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তাকে বজায় রেখে আধুনিক রাইডারদের চাহিদা পূরণ করতে প্রস্তুত।

২০২৬ সালটি এই তিনটি ব্র্যান্ডের জন্যই অত্যন্ত গতিশীল ও সফল একটি বছর। এই বছর ইয়েজদির ‘আনটেইমড ট্রিনিটি’, বিএসএ স্ক্রাম্বলার ৬৫০-এর আত্মপ্রকাশ এবং জাওয়ার ‘অল স্টারস’ রেঞ্জের সম্প্রসারণ বাজারে দারুণ সাড়া



ফেলেছে। ইয়েজদির ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চারের টিউবলেস ক্রস-স্পোক হুইল এবং ‘ইয়েলো ফ্যালকন’ রঙের সংযোজন রাইডারদের বেশ আকৃষ্ট করেছে। অন্যদিকে, বিএসএ তাদের ব্রিটিশ ঐতিহ্যের হাত ধরে নিয়ে এসেছে স্ক্রাম্বলার ৬৫০, যা আধুনিক প্রজন্মের বাইকারদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জাওয়ার ক্ষেত্রে, আনন্দ মাহিন্দ্রার হাত ধরে ‘অল স্টারস ৪২ ববার’ এবং ঐতিহাসিক বলাড পিয়ারে ‘অল স্টারস ৪২ ওজি’ লঞ্চ

এই বছরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল।

ক্লাসিক লেজেন্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা এই প্রসঙ্গে বলেন, “জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ-র নতুন মোটরসাইকেল ও প্রোডাক্ট আপডেটের মাধ্যমে ক্লাসিক লেজেন্ডসের জন্য এটি একটি রোমাঞ্চকর বছর। উৎসবের মরশুমে আসা এই আপডেটগুলি

আমাদের তিনটি ব্র্যান্ডেরই বাইকগুলিতে এক নতুন রূপ নিয়ে এসেছে। পরিসর যতই বিকশিত হোক না কেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হল জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ-র আসল ঐতিহ্য, চরিত্র এবং খাঁটি সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।” উৎসবের মরশুমে ভারতের মোটরসাইকেল কমিউনিটির জন্য এই নতুন ও পরিমার্জিত পরিসর বাইকারদের আরও বেশি রোমাঞ্চ ও সংযোগের অভিজ্ঞতা দেবে।

দ্রুত ডেলিভারিতে মুর্শিদাবাদে ‘অ্যামাজন নাও’

মুর্শিদাবাদ: ‘অ্যামাজন নাও’-এর অতি দ্রুত ডেলিভারি পরিষেবা এখন ভারতের ১২০টিরও বেশি শহরে পৌঁছে গেল। মাত্র দুই সপ্তাহে পরিষেবার পরিধি দ্বিগুণ হয়েছে। অমৃতসর, আবোহার, জলন্ধর, আম্বালা, ম্যাঙ্গালোর, মণিপাল, বিশাখাপত্তনম, কোচি, চান্নানাসেরি, ভুবনেশ্বর ও কারওয়ালের মতো শহরও এর আওতায় এসেছে।

মুদিখানা, ফল-সবজি, হিমায়িত খাবার, ব্যক্তিগত পরিচর্যা, পোশাক, সৌন্দর্যসামগ্রী, ছোট বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও গৃহস্থালির গ্যাসহ হাজার

হাজার সামগ্রী কয়েক মিনিটে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রায় ৮০০টি মাইক্রো ও শহরভিত্তিক ফুলফিলমেন্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ গোয়েল জানান, অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালের আগে দেশের আরও বেশি গ্রাহকের কাছে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি পৌঁছে দিতেই এই সম্প্রসারণ। প্রতি ত্রৈমাসিকে ‘অ্যামাজন নাও’-এর অর্ডার দ্বিগুণ হচ্ছে বলে দাবি সংস্থার।

অ্যামাজনের দাবি, ‘অ্যামাজন

বর্ধমানে অ্যামাজন নিয়ে এল ‘ডেলিভারি-ইন-মিনিটস’ পরিষেবা ‘অ্যামাজন নাও’



বর্ধমান: বর্ধমানে ‘ডেলিভারি-ইন-মিনিটস’ পরিষেবা অ্যামাজন নাও চালু করল অ্যামাজন। ফল-সবজি, দুধ, পাউরুটি, মুদিখানার সামগ্রী, ফ্যাশন ও বিডিটি পণ্য-সহ হাজার হাজার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি পাবেন গ্রাহকরা।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বর্ধমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি প্রিমিয়াম চকোলেট, পার্সোনাল কেয়ার ও হোম কেয়ার সামগ্রীর চাহিদাও রয়েছে। অ্যামাজন-এর নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় বিভাগের শ্রীকান্ত শ্রী রাম জানান, ভারতে অ্যামাজন নাও -এর বার্ষিকীকৃত মোট বিক্রি ১ বিলিয়ন

ডলার ছাড়িয়েছে এবং পরিষেবা চালুর পর থেকে প্রতি ত্রৈমাসিকে অর্ডার দ্বিগুণ হয়েছে।

বর্তমানে ৬০টিরও বেশি শহরে ৭৫০টির বেশি মাইক্রো-ফুলফিলমেন্ট ও আরবান ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে পরিষেবা চালু রয়েছে। দীপাবলির মধ্যে ১০০টি শহরে পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এগোচ্ছে অ্যামাজন।

এদিকে, ৮ই অক্টোবর থেকে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভাল শুরু হচ্ছে। এসবিআই ফ্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ইএমআই লেনদেনে ১০ শতাংশ তাৎক্ষণিক ছাড়ের পাশাপাশি প্রাইম সদস্যরা অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুযোগ পাবেন।

আমাদের তিনটি ব্র্যান্ডেরই

বাইকগুলিতে এক নতুন রূপ নিয়ে এসেছে। পরিসর যতই বিকশিত হোক না কেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হল জাওয়া, ইয়েজদি এবং বিএসএ-র আসল ঐতিহ্য, চরিত্র এবং খাঁটি সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।” উৎসবের মরশুমে ভারতের মোটরসাইকেল কমিউনিটির জন্য এই নতুন ও পরিমার্জিত পরিসর বাইকারদের আরও বেশি রোমাঞ্চ ও সংযোগের অভিজ্ঞতা দেবে।

নাও’-এর বার্ষিক হিসাবভিত্তিক বিক্রি ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে এবং ৩০০টিরও বেশি শহরে পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এগোচ্ছে সংস্থা।

৮ই অক্টোবর থেকে শুরু অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালে ‘অ্যামাজন নাও’-সহ ‘অ্যামাজন’-এ বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ অফার থাকবে। এসবিআই কার্ড ও ইএমআই লেনদেনে ১০ শতাংশ তাৎক্ষণিক ছাড় এবং প্রাইম সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুবিধা মিলবে।

ডিজিটাল-প্রথম বীমা সরবরাহের দিকে নীতিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফের ‘পার্টনার স্ট্যাক ২.০’



Trusted by over 20 crore Indians in 25 YEARS

কলকাতা: আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফ ইস্যুরেন্স তাদের উপদেষ্টা এবং বিতরণ অংশীদারদের জন্য ডিজিটাল টুলস প্রসারিত করার কারণে গ্রাহকদের জন্য জীবন বীমা কেনা আরও সহজ হয়ে উঠতে পারে, যার মাধ্যমে তাদের আপগ্রেড করা ‘আইসিআইসিআই লাইফ পার্টনার স্ট্যাক ২.০’-কেও আনা হয়েছে।

এই প্ল্যাটফর্মটি এআই-ভিত্তিক সুপারিশ, ডিজিটাল অনবোর্ডিং, কোটেশন এবং গ্রাহক পরিষেবাকে একত্রিত করে। এর EQUOTE APP গ্রাহকের সেগমেন্ট এবং জীবন পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পণ্য সুপারিশ করার জন্য এআই ব্যবহার করে এবং উপদেষ্টাদের পার্সোনালাইজড কোটেশন তৈরি করতে দেয়। LIVA, একটি এআই-এনাবেলড চ্যাটবট, উপদেষ্টাদের গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পণ্যের বৈশিষ্ট্য এবং কোটেশনগুলি অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করে।

আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল

লাইফ ইস্যুরেন্সের চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার অমিশ ব্যাংকার বলেছেন, “আইসিআইসিআই লাইফ পার্টনার স্ট্যাক ২.০-এর উদ্দেশ্য হল তাদের ডিজিটাল এবং এআই-এনাবেলড টুলগুলি নিয়ে আসা যা দৈনন্দিন কাজকর্মকে সহজ এবং গ্রাহক-বান্ধব করে তোলে - উপযুক্ত সমাধান চিহ্নিত করা এবং কোটেশন তৈরি করা থেকে শুরু করে অনবোর্ডিং এবং সার্ভিসিং পর্যন্ত।”

গ্রাহকদের জন্য, প্রধান পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি হল দ্রুত ডিজিটাল অনবোর্ডিং। আধার কার্ডের জন্য UIDAI, CKYC-এর জন্য CERSAI, IDV-এর জন্য বাহন, GSTN, EPFO, CAS) এবং PERFIOS-এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন যা একটি আবেদনপত্রের ৭০% পর্যন্ত প্রি-ফিল করতে পারে, এর ফলে কেওয়াইসি এবং আয়ের নথিপত্র সংগ্রহ এবং আপলোড করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়।

এই প্ল্যাটফর্মটি ASBA এবং

হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক প্রিমিয়াম পেমেটকেও সমর্থন করে, যেখানে এআই-এনাবেলড প্রি-ইস্যুরেন্স ডিডিও ভেরিফিকেশন আভাররাইটিং, ঝুঁকি এবং জালিয়াতি পরীক্ষা জোরদার করে।

আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফ জানিয়েছে যে তাদের ২০০টিরও বেশি অংশীদার-সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন রয়েছে এবং তারা ডিজিটালভাবে ৯৯% ব্যবসায়িক আবেদন গ্রহণ করে। ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে, এটি ২৭ মিলিয়ন ডিজিটাল পরিষেবা ইন্টার্যাকশন রেকর্ড করেছে, অন্যদিকে ৫৪% সেভিংস পলিসি একই দিনে ইস্যু করা হয়েছিল। কোম্পানিটি ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ৯৯.৩% দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত রিপোর্ট করেছে, যেখানে তদন্ত করা হয়নি এমন পার্সোনালাইজড মৃত্যুর দাবি গড়ে একদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

‘অ্যামাজন নাও’-এর দ্রুত ডেলিভারির তালিকায় আসানসোল

আসানসোল: ভারতে দ্রুত ডেলিভারি পরিষেবা ‘অ্যামাজন নাও’ ১২০টিরও বেশি শহরে সম্প্রসারণ করল অ্যামাজন। মাত্র দুই সপ্তাহে পরিষেবাটির পরিধি দ্বিগুণ হয়েছে। অমৃতসর, জলন্ধর, আম্বালা, ম্যাঙ্গালোর, কোচি, ভুবনেশ্বরসহ একাধিক শহরের গ্রাহক এখন কয়েক মিনিটে পণ্য পাচ্ছেন।

মুদিখানা, ফল-সবজি, হিমায়িত খাবার, ব্যক্তিগত পরিচর্যা, ফ্যাশন-বিউটি, ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং ঘর-রাস্তাঘরের সামগ্রীসহ হাজার হাজার পণ্য এই পরিষেবায় পাওয়া

যাচ্ছে। প্রায় ৮০০টি ক্ষুদ্র ও শহুরে পণ্য পূরণকেন্দ্রের মাধ্যমে অর্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ গোয়েল জানান, অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালের আগে দেশের আরও বেশি গ্রাহকের কাছে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি পৌঁছে দিতেই এই সম্প্রসারণ। প্রতি ত্রৈমাসিকে ‘অ্যামাজন নাও’-এর অর্ডার দ্বিগুণ হচ্ছে বলে দাবি সংস্থার।

সেপ্টেম্বরে সংস্থা জানায়, গত তিন মাসের হিসাবে ভারতে ‘অ্যামাজন

নাও’-এর বার্ষিক হিসাবভিত্তিক মোট বিক্রয়মূল্য ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ৩০০টিরও বেশি শহরে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে অ্যামাজন।

৮ই অক্টোবর থেকে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভালে ‘অ্যামাজন নাও’-এ বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ অফার থাকবে। এসবিআই ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ইএমআই লেনদেনে ১০ শতাংশ তাৎক্ষণিক ছাড় এবং প্রাইম সদস্যদের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত শাস্রয়ের সুবিধা মিলবে।

মেকমাইট্রিপ আনল ‘PRICE DROP PROTECTION’ বৈশিষ্ট্য

কলকাতা: ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ফ্লাইট টিকিট বুকিংয়ের সঠিক সময় কোনটা, তা নিয়ে চিন্তায় থাকেন অনেক যাত্রী। টিকিট কেটে ফেলার পর যদি হঠাৎ বিমানের ভাড়া কমে যায় এই দুশ্চিন্তা দূর করতে মেকমাইট্রিপ নিয়ে এল একটি নতুন বৈশিষ্ট্য, যার নাম ‘PRICE DROP PROTECTION’। এর মাধ্যমে যাত্রীরা টিকিট বুক করার পর বিমানের ভাড়া কমে গেলে সেই পার্থক্যের সমপরিমাণ টাকা রিফান্ড পেয়ে যাবেন। এর ফলে যাত্রীরা আর শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে নিশ্চিন্তে আগে থেকেই টিকিট বুক করতে পারবেন।

ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল উভয় ধরনের ওয়ান-ওয়ে এবং

রাউন্ড-ট্রিপ ফ্লাইট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এই সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে। বুকিং করার সময় যাত্রীরা খুব সহজেই প্রতি ব্যক্তির জন্য ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে মাত্র ২২৯ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ৩৪৯ টাকা দিয়ে এই অপশনটি বেছে নিতে পারবেন। মেকমাইট্রিপের তথ্য অনুযায়ী, বুকিং থেকে শুরু করে ফ্লাইট ছাড়ার ৬ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত এই ফিচার সক্রিয় থাকবে।

এর আওতায় সর্বোচ্চ রিফান্ডের পরিমাণ দেশীয় ফ্লাইটের জন্য প্রতি ব্যক্তিতে ২,৫০০ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য প্রতি ব্যক্তিতে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত পার্থক্য রয়েছে। টিকিটের দাম কমলে

মেকমাইট্রিপ সরাসরি যাত্রীকে তা জানিয়ে দেয় এবং রিফান্ডের টাকা সরাসরি গ্রাহকের পেমেন্ট মোডে ফেরত চলে যাবে।

মেকমাইট্রিপের ফ্লিকটস, কর্পোরেট, জিসিসি এবং মার্কেটিংয়ের সিওও রাজ ঋষি সিং বলেন, “যাত্রীদের কখনই আগে বুকিং করা এবং পরে ভাড়া কমা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে হবে না। প্রাইস ড্রপ প্রোটেকশন তাদের যখন খুশি বুকিং করার স্বাধীনতা দেবে এবং ভাড়া কমলে তা ফেরত পাওয়ার ভরসা জোগাবে।” ইতিমধ্যেই সংস্থার ‘জিরো ক্যান্সেলেশন’ এবং ফ্রি ডেট চেঞ্জ’ সার্ভিস যাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনাকে আরও সহজ ও নিরাপদ করে তুলেছে।

ইভেনশনস লিমিটেডের আইপিও শুরু ৩০ সেপ্টেম্বর



কলকাতা: হরিয়ানার এমআইসিই (MICE) এবং কর্পোরেট ইভেন্ট কোম্পানি ‘ইভেনশনস লিমিটেড’ (EVENTIONS LIMITED) তাদের ইনিশিয়াল পাবলিক অফার বা আইপিও (IPO) খোলার কথা ঘোষণা করেছে। এই আইপিও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। কোম্পানির শেয়ারগুলি এনএসই (NSE) এসএমই প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হবে।

কোম্পানিটি প্রতি শেয়ার ১১২ থেকে ১১৮ টাকা মূল্য বন্ধনীতে মোট ৩২,৩০,৪০০টি ইকুইটি শেয়ার অফার করছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৮.১২ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে। খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য ন্যূনতম আবেদনের পরিমাণ ২.৮৩ লক্ষ টাকা। এই ইস্যুর বুক রানিং লিড ম্যানেজার হিসেবে রয়েছে কর্পোরেট প্রফেশনালস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড এবং রেজিস্ট্রার হিসেবে অনুপাত রিপোর্ট করেছে, যেখানে তদন্ত করা হয়নি এমন পার্সোনালাইজড মৃত্যুর দাবি গড়ে একদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ ঋণ পরিশোধ, সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ এবং কার্যকরী মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

ইভেনশনস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি রাজক জানান, এই আইপিও কোম্পানির আর্থিক ভিত মজবুত করবে এবং ক্লায়েন্টদের উন্নত পরিষেবা দিতে সাহায্য করবে। বিগত তিন অর্থবর্ষে কোম্পানির মোট আয় ও মুনাফা ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

এক বছর পরেও স্পটিফাই ইন্ডিয়ায় শীর্ষে ‘আর্জ কিয়া হায়’

কলকাতা: অনুভ জৈন ও লস্ট স্টোরিসের সহযোগিতায় কোক স্টুডিও ভারত-এর গান ‘আর্জ কিয়া হায়’ স্পটিফাই ইন্ডিয়ায় সেরা গানের চার্টে এক নম্বরে পৌঁছেছে। এর ফলে প্রথম কোক স্টুডিও ভারত গান হিসেবে এই মাইলফলক অর্জন করল গানটি। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্পটিফাই ইন্ডিয়া ডেইলি চার্টে থাকা গানটি বিশ্বের শীর্ষ গানের চার্টেও ৭১ নম্বরে উঠেছে।

অনুভ জৈনের গান লেখার ধরন ও লস্ট স্টোরিসের ইলেকট্রনিক-ফিউশন সাউন্ডের সঙ্গে কোক স্টুডিও ভারত-এর সংগীতধারার মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে গানটি। ২০২৫ সালের আগস্টে মুক্তির পর থেকে এটি ৪৮৪ মিলিয়নেরও বেশি অডিও স্ট্রিম, ২৬০ মিলিয়ন ইউটিউব ভিউ এবং ১ কোটি ৭৭ লক্ষেরও বেশি ইউজার-জেনারেটেড কনটেন্ট পেয়েছে। আহমেদাবাদ, পুণে, মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা ও গুয়াহাটিতেও গানটি বিশেষ সাড়া ফেলেছে।

অনুভ জৈন বলেন, এক বছর পরেও গানটির নতুন শ্রোতা পাওয়া এবং স্পটিফাই ইন্ডিয়ায় এক নম্বরে ওঠা তাঁর প্রত্যাশার বাইরে। কোক স্টুডিও ভারত-এর অংশ হওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। গানটি মানুষের জীবনে জায়গা করে নেওয়ায় তিনি শ্রোতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়ায় আইএমএক্স লিড শান্তনু গান্ধানে বলেন, ‘আর্জ কিয়া হায়’ কোক স্টুডিও ভারত-এর বিভিন্ন সাউন্ড, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পীদের একত্রিত করার ভাবনাকে তুলে ধরে। এক বছর পরেও চার্টে গানটির উপস্থিতি তার দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।

ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপের দেবরাজ সান্যাল বলেন, গানটি একটি প্রজন্মের সংগীতস্মৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। এদিকে কোক স্টুডিও ভারত সিজেন ৪-এ ‘অ্যায় আজানবি’, ‘বুল্লিয়া ভে’, ‘কটোড়ি গলি’, ‘হর’ ও ‘হিভদে রো হার’-এর মতো গানও শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।



ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডেইজ-এ মোটোরলার ছাড়

#BIGBILLIONMOTODEALS

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডেইজ সেল শুরু হয়ে গিয়েছে। এবছর সেল চলাকালীন মোটোরোলা নিয়ে এসেছে #BIGBILLIONMOTODEALS। এই সেল শুরু হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে। মোটোরোলার এই নতুন অফারে দুর্দান্ত সব স্মার্টফোন পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্বাস্য দামে।

বাজেট শাস্রী দামে প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দিতে হাজির হয়েছে মোটোরোলা এজ ৭০ ফিউশন। ৩০ হাজার টাকার নিচে সেরা অলরাউন্ডার এই ফোনটিতে রয়েছে ১.৫কে কার্ড ডিসপ্লে, ৭০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং স্ল্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৪ প্রসেসর। এর দাম শুরু হচ্ছে ২৯,৯৯৯ টাকা থেকে।

৪০ হাজার টাকার নিচে সেরা ফ্ল্যাগশিপ কিলার মোটোরোলা এজ ৭০ প্রো। এতে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮৫০৫ এক্সট্রিম

প্রসেসর, ট্রিপল ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং ১৪৪ হার্স ডিসপ্লে। দাম শুরু ৩৬,৯৯৯ টাকা থেকে। ৪৫ হাজার টাকার নিচে সেরা ক্যামেরা এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে এসেছে মোটোরোলা এজ ৭০ প্রো প্লাস। এতে রয়েছে কোয়াড ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ৩.৫এক্সপেরিয়েন্স জুম এবং ৯০ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং। দাম ৪৪,৯৯৯ টাকা।

এছাড়াও ২০ হাজার টাকার নিচে সেরা ব্যাটারি পারফরম্যান্স দিতে আসছে মোটো জি৩৭ পাওয়ার। এতে মিলবে ৩ দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ সহ ৭০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ৫জি কানেক্টিভিটি। এর দাম শুরু মাত্র ১৬,৯৯৯ টাকা থেকে। তাই সেল চলাকালীন শীঘ্রই আপনার পছন্দের মোটোরোলা ফোনটি বেছে নিন ফ্লিপকার্ট থেকে।



ডিজিটাল পরিষেবায় পেমেট প্রক্রিয়া দ্রুত হওয়ায় আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফের ৪১৪ কোটির দাবি নিষ্পত্তি



কলকাতা: জীবন বীমা ক্ষেত্রে দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি এবং ডিজিটাল অ্যাক্সেস, প্রধান কিছু গ্রাহক-মুখী বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে এসেছে। আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ৯৯.৩১% ক্রেইম সেটেলমেন্ট বা দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত রিপোর্ট করেছে। ফর্ম এল-৩৯ এবং এল-৪০ এর মাধ্যমে প্রকাশিত পাবলিক ডিসক্লোজার অনুসারে, কোম্পানিটি জানিয়েছে যে এই কোয়ার্টারে ভারতের শীর্ষস্থানীয় জীবন বীমা কোম্পানিগুলির মধ্যে এই অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ।

বীমাকারী সংস্থাটি ৪১৪.০৮ কোটি টাকার ব্যক্তিগত মৃত্যুর দাবি মিটিয়েছে, যার প্রতি দাবির গড় মূল্য ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সংস্থাটির মতে, ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে শীর্ষস্থানীয় জীবন বীমা কোম্পানিগুলির মধ্যে এটিই ছিল সর্বোচ্চ। তদন্তের প্রয়োজন নেই এমন দাবির ক্ষেত্রে, শেষ নথি পাওয়ার তারিখ থেকে গড় নিষ্পত্তি সময় বা টার্নআরাউন্ড টাইম ছিল মাত্র একদিন।

আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আন্ডাররাইটিং অ্যান্ড রিটেল ক্রেইমস-এর প্রধান শ্রী সারং গোখলে বলেছেন, “আইসিআইসিআই প্রডেন্সিয়াল লাইফে আমরা আমাদের গ্রাহক এবং তাদের পরিবারগুলির জন্য দাবি প্রক্রিয়াক্রমে সহজ, নির্ভরশীল এবং সময়োপযোগী করতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে আমাদের দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত শিল্পে সর্বোচ্চ ৯৯.৩১% ছিল এবং তদন্তের প্রয়োজন নেই এমন দাবির ক্ষেত্রে শেষ নথি পাওয়ার তারিখ থেকে আমাদের গড় দাবি নিষ্পত্তির সময় ছিল মাত্র ১ দিন। এছাড়া, আমরা মৃত্যুর দাবি বাবদ ৪১৪.০৮ কোটি টাকা মিটিয়েছি।”

গ্রাহকদের জন্য, কোম্পানি জানিয়েছে যে তাদের মোবাইল অ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ, চ্যাটবট এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দাবি জানানো এবং ট্র্যাক করা যেতে পারে। এর ‘ক্রেইম ফর সিওর’ উদ্যোগের অধীনে, যোগ্য দাবিগুলির জন্য একদিনের মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

গোখলে বলেছেন, “আমাদের গ্রাহক-প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি এবং ডিজিটালাইজেশনের ওপর ফোকাস রেখে আমাদের দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি করতে এবং পরিবারগুলির যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন সময়মতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম করে তোলে। দাবিদারেরা আমাদের মোবাইল অ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ, চ্যাটবট এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই দাবি জানাতে এবং ট্র্যাক করতে পারেন। আমরা আমাদের ডিজিটাল প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করে

চলেছি, যাতে পরিবারগুলি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ঠিকঠাক সহায়তা পায়।”

আইভিএফে সুস্থ সন্তানের মুখ দেখলেন শিলিগুড়ির দম্পতি

শিলিগুড়ি: হরমোনজনিত সমস্যা ও বীর্ষে শুক্রাণু না থাকার কারণে প্রায় দু’বছর ধরে সন্তানধারণে সমস্যায় ছিলেন ২৭ বছরের রাহুল ও ২৯ বছরের অঞ্জলি (নাম পরিবর্তিত)। শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ির নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি-তে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁদের সন্তান লাভের স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সুস্থ সন্তানের বাবা-মা।

রাহুলের পরীক্ষায় ‘হাইপোগোন্যাডোট্রপিক হাইপোগোন্যাডিজম’ ধরা পড়ে। এই সমস্যায় মস্তিষ্ক থেকে অণুকোষে পর্যাপ্ত হরমোনের সংকেত পৌঁছয় না। বীর্ষ পরীক্ষায় ‘অ্যাজুস্পার্মিয়া’ অর্থাৎ শুক্রাণু না থাকার বিষয়টিও

ধরা পড়ে। অন্যদিকে, অঞ্জলির রিপোর্ট স্বাভাবিক ছিল।

নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি-র ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট ডা. শতাব্দী দে জানান, প্রথমে রাহুলের হরমোনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। নিয়মিত

হরমোন ও টেস্টোস্টেরনের মাত্রা স্বাভাবিক হলেও শুক্রাণুর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে সন্তানধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

এরপর TESA পদ্ধতিতে অণুকোষ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিস্থাপনের প্রায় দু’সপ্তাহ পর গর্ভধারণের পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। বর্তমানে দম্পতির কোলে সুস্থ সন্তান।

ডাঃ শতাব্দী দে বলেন, সন্তানধারণে সমস্যা হলে স্বামী-স্ত্রী দু’জনেরই একসঙ্গে পরীক্ষা করা জরুরি। পুরুষের যৌনজীবন স্বাভাবিক হলেও শুক্রাণু সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সন্তানধারণে সমস্যা হতে পারে। দ্রুত রোগ নির্ণয় করলে চিকিৎসাযোগ্য হরমোনজনিত কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব। চিকিৎসাগতভাবে সম্ভব হলে নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি দম্পতির নিজেদের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু ব্যবহার করে সেক্ষ-সাইকেল চিকিৎসায় গুরুত্ব দেয়।



ইনজেকশনের পাশাপাশি তাঁকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসায় তাঁর

পরীক্ষায় সুস্থ শুক্রাণু পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করে আইভিএফ-এর অংশ হিসেবে ICSI করা হয়। পরীক্ষাগারে তৈরি জ্রণ জরায়ুতে

স্বাদযুক্ত প্রোটিন অতীত, এবার পালা সুস্বাদু ও নোনতা প্রোটিনযুক্ত খাবারের

কলকাতা: ভারতের প্রোটিনের উৎস সবসময়ই বৈচিত্র্যময়। ডাল, লেবুজাতীয় শস্য, দুধ, মাংস, ডিম, মাছ এবং গোটা শস্য বা মিলেটের মতো ট্রাডিশনাল উৎসের পাশাপাশি উদ্ভিদভিত্তিক প্রোটিন, প্রোটিন পাউডার, বার এবং সাপ্লিমেন্টের মতো নতুন মাধ্যমগুলো গ্রাহকদের পছন্দ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একসময় যা কেবল জিম যাওয়া মানুষ বা বিশেষ পুষ্টি দরকার এমন মানুষই ব্যবহার করত, তা আজ ধীরে ধীরে ভারতীয় রান্নায় স্থায়ী জায়গা করে নিচ্ছে। প্রোটিন এখন কেবল দৈনন্দিন খাবার ও সুস্বাস্থ্যের একটি মৌলিক অংশ হিসেবে নতুনভাবে পরিচিত হচ্ছে।

‘গোদরাজ ফুড ট্রেন্ডস রিপোর্ট ২০২৬’-এর ‘প্রোটিন উইল গো নামকিন’ ট্রেন্ড অনুযায়ী, প্রোটিন এখন শুধু বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি সবার খাবারের সাধারণ প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে। চেনা খাবার ও স্ন্যাকসের স্বাদ ও আরাম বজায় রেখে তাতে প্রোটিন যুক্ত করার মাধ্যমেই প্রোটিন খাওয়াকে আরও সহজ ও আনন্দদায়ক করা সম্ভব।



এই পরিবর্তনটি ‘প্রোটিনফিকেশন বাই ডিজাইন’-এর ধারণাকেও ফুটিয়ে তোলে। এর অর্থ হলো, প্রোটিন কেবল একটি পুষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা না থেকে একটি সুপারিক্সিত খাদ্যাভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। গোদরাজ ফুডস লিমিটেডের মার্কেটিং অ্যান্ড ইনোভেশনের প্রধান অনুশ্রী দেওয়ান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, “মানুষ আর কোনো আপস করতে চায় না; তারা এমন খাবার চায় যা খেতে সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি পুষ্টিও জোগাবে। এখানেই আমরা সুযোগ দেখছি—প্রতিদিনের স্ন্যাকসে প্রোটিন, উচ্চমানের উপাদান এবং দারুণ স্বাদকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। যেমন—প্রতি পরিবেশনে ১৬ গ্রাম প্রোটিন এবং আইকিউএফ (IQF) নিউট্রিশন লক-ইনযুক্ত ‘গোদরাজ ইয়ামিজ চিকেন নাগেটস’ প্রমাণ করে যে বাজার কোন দিকে এগোচ্ছে।”

প্রোটিনের পরবর্তী ক্ষেত্র হতে পারে ভারতীয়দের চেনা নোনতা ও সুস্বাদু খাবারগুলো। এটি প্রোটিনকে আলাদা কোনো ক্যাটাগরিতে না রেখে ভারতবাসীর প্রতিদিনের খাবার ও স্ন্যাকসের একটি স্বাভাবিক অংশ করে তুলবে।

আলিপুরদুয়ারের জৈগাঁও-তে এলো ফেনেস্টা

জৈগাঁও: ভারতের ১ নম্বর জানালা ও দরজা প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড ‘ফেনেস্টা’ জৈগাঁও-এ তাদের প্রথম শোরুম চালু করল। ‘কাসা মডার্না’ দ্বারা পরিচালিত এই শোরুমটি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের জৈগাঁও, এন.এস.রোড (রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমের ওপরের তলা, যোজনন গ্যাস এজেন্সির কাছে, পিন-৭৩৬১৮২)-এ অবস্থিত। এর ফলে এই অঞ্চলের গ্রাহকদের কাছে ফেনেস্টার পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

নতুন এই শোরুমটিতে গ্রাহকরা ফেনেস্টার আকর্ষণীয় পণ্যের সম্ভার সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে ইউপিভিসি ও অ্যালুমিনিয়ামের জানালা ও দরজা, সলিড প্যানেল ডোর এবং ফেসেড। আধুনিক স্থাপত্যের চাহিদা ও জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখে তৈরি



এই শোরুমটি বাড়ি, স্থপতি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং বিস্তারদের জন্য উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ও টেকসই ফেনেস্টেশন সলিউশনের ওয়ান-স্টপ ডেস্টিনেশন হয়ে উঠবে।

এই উদ্বোধনের বিষয়ে ফেনেস্টার বিজনেস হেড সাকেত জৈন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে আবাসিক ও বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়ন অব্যাহত, সেই সঙ্গে প্রিমিয়াম ও আধুনিক নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কাসা মডার্নার সঙ্গে অংশীদারিত্বে জৈগাঁও-তে আমাদের প্রথম শোরুমের

এই সূচনা আঞ্চলিক বাজারে আমাদের উপস্থিতি মজবুত করার এবং গ্রাহকদের দোরগোড়ায় ফেনেস্টার বিশ্বমানের পণ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। এই শোরুমের মাধ্যমে গ্রাহকরা আমাদের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি দেখে তাঁদের বাড়ি ও প্রকল্পের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।”

এই নতুন শোরুম চালুর ফলে ফেনেস্টার দেশব্যাপী ৪০০টিরও বেশি ডিলারের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। উল্লেখ্য, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, থান্ডা ও কেনিয়াতেও ফেনেস্টার অন্তর্জাতিক উপস্থিতি রয়েছে। উদ্ভাবন, গুণমান ও দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্সের ওপর জোর দিয়ে ফেনেস্টা আগামী দিনেও গ্রাহকদের আধুনিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা বদলে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিগ বিলিয়ন ডেইজের আগে ৭৫০টি নতুন পিনকোডে ডেলিভারি শুরু ফ্লিপকার্টের

শিলিগুড়ি: আসন্ন ‘দ্য বিগ বিলিয়ন ডেইজ’ এবং উৎসবের মরসুমকে সামনে রেখে নিজেদের লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেইন আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী ফ্লিপকার্ট। সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘ইকার্ট’-এর ওয়ারহাউজিং স্পেস দেশজুড়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ঘনফুট বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সামগ্রিক স্টোরেজ ক্ষমতা ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তি ও অটোমেশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ অর্ডারের পিক প্রেসিং ক্যাপাসিটি ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছে।

গ্রাহকদের দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত ৯০০টি নতুন ডেলিভারি হাব যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে এখন দেশজুড়ে মোট ৮,২০০টিরও বেশি ইকার্ট সুবিধা কাজ করছে। সবচেয়ে বড় বিষয়

হলো, লাদাখের লেহ, কারগিল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল সহ ৭৫০টিরও বেশি নতুন পিনকোডে প্রথমবার বিগ বিলিয়ন ডেইজের পরিষেবা পৌঁছে যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী এবং ছোট বিক্রেতাদের সহায়তা করতে ইকার্টের গুদামগুলিতে আড়াই কোটিরও বেশি পণ্য আগে থেকেই মজুত রাখা হয়েছে।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের সাপ্লাই চেইন-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড হেমন্ত বদ্রী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, “প্রতি বছর বিগ



বিলিয়ন ডেজ গ্রাহকদের প্রত্যাশার মান আরও বাড়িয়ে দেয়। এবছর লেহ বা কারগিলের একজন ক্রেতাও প্রথমবার বিগ বিলিয়ন ডেজের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।” উৎসবের মরসুমে এই বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ ২.৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে ফ্লিপকার্ট, যার মধ্যে প্রায় ৭৫,০০০ কর্মী প্রথমবারের মতো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূর্ব ভারতের জন্য মিন্ট্রার প্রথম বিশেষ ফেস্টিভ শপিং ইভেন্ট

শিলিগুড়ি: দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে পূর্ব ভারতের ক্রেতাদের শপিংয়ের আনন্দ দ্বিগুণ করতে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্ম মিন্ট্রা তাদের প্রথম বিশেষ পূজা উৎসবের শপিং ইভেন্ট চালু করেছে। পূর্ব ভারতের স্বতন্ত্র ফ্যাশন পছন্দকে মাথায় রেখে আয়োজিত এই ইভেন্টে গত বছরের তুলনায় ৭৫% বেশি অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে ও বাচ্চাদের পোশাক, বিউটি প্রোডাক্ট, ফুটওয়্যার এবং বাড়ির পণ্য সহ মোট ৮.৬ লক্ষ স্টাইলের বিশাল সম্ভার নিয়ে আসা হয়েছে।

এই উৎসবের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে আঞ্চলিক ফ্যাশন। বলরাম সাহা, আদি অক্ষয় অ্যান্ড কোং, ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এবং আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের মতো ২০০টিরও বেশি নামী আঞ্চলিক ব্র্যান্ডের পাশাপাশি জামদানি, লালপাড ও বালুচরীর মতো ঐতিহ্যবাহী পোশাক এই ইভেন্টে বিশেষ স্থান



পেয়েছে। ফুলিয়া, শান্তিপুর, ধনেখালি এবং বিষ্ণুপুরের মতো বিখ্যাত তাঁত ক্লাস্টারগুলিকে জাতীয় ডিজিটাল মানচিত্রে তুলে ধরতে মিন্ট্রা কাজ করে চলেছে। কলকাতার সেলার গ্রোথ কানেক্ট ইভেন্টে ৫০০টিরও বেশি আঞ্চলিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানীয় উদ্যোক্তা ও এমএসএমই (MSME)-কে জাতীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে প্ল্যাটফর্মটি।

মিন্ট্রার এক মুখপাত্র বলেন, “পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ ফ্যাশন ঐতিহ্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা দ্রুততম ডেলিভারি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যক্তিগত কেনাকাটার অভিজ্ঞতার সাথে ক্রেতাদের তাদের প্রিয় ব্র্যান্ডগুলির আরও কাছাকাছি নিয়ে আসছি।”

উৎসবের এই কেনাকাটায় গ্রাহকরা গ্র্যান্ড ওপেনিং আগুয়ার অফার, প্রাইম টাইম ডিল এবং ৯ টাকা ও ১৯ টাকার ভিআইপি টিকিটের সুবিধা পাবেন। এছাড়া রীতু কুমার X কারিনা কাপুর, লিভাইস X আলিয়া ভাট এবং হাউস অফ চিকনকারি X সোনম বাজওয়ার মতো সেলিব্রিটি কালেকশনও পাওয়া যাচ্ছে। উৎসবের শেষ মুহূর্তের চাহিদা মেটাতে কলকাতা ও পাটনায় ‘এম-নাউ’ সার্ভিসের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে ডেলিভারির ব্যবস্থা করেছে মিন্ট্রা। রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের অভিনয়ে মিন্ট্রার এই পূজা ক্যাম্পেইন পূর্ব ভারতের ফ্যাশনপ্রেমীদের মধ্যে দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে।

ডেথ ক্লেইম পরিশোধে শীর্ষে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স ২০২৬ আর্থিক বর্ষে পরিবারগুলিকে ইন্ডিজিয়াল ডেথ ক্লেমে গড়ে ২১৫ লক্ষ দিয়েছে। এর ফলে তারা লাগাতার দ্বিতীয় বছর শীর্ষে রইল এবং যথাসময়ে আর্থিক সহায়তা জোগানোর প্রতি দায়বদ্ধতা আরও একবার দেখিয়ে দিল।

গত ছটি আর্থিক বছর ধরে প্রকাশ্যে প্রাপ্ত এই শিল্পক্ষেত্রের তথ্য ইঙ্গিত করছে যে কোম্পানির দেওয়া গড় ইন্ডিজিয়াল ডেথ ক্লেম মূল্য ২০২১ আর্থিক বর্ষের প্রায় ২১০ লক্ষ থেকে ২০২৬ আর্থিক বর্ষে ২১৫ লক্ষ হয়েছে। গড় ক্লেম গত চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ২১৪-১৫ লাখের আশপাশে রয়েছে। আয়, ঋণ ও পারিবারিক দায়িত্ব বদলাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে এই ফলাফল বুঝিয়ে দেয় কেন পলিসিধারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিজেদের লাইফ কভারের

পর্যালোচনা করা উচিত, যাতে তাঁদের বদলাতে থাকা প্রয়োজনের সঙ্গে লাইফ কভারের সঙ্গতি নিশ্চিত করা যায়।

সারং গোখেল, চিফ – আডাররাইটিং অ্যান্ড রিটেল ক্রেমস, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স, বলেন “জীবন বিমা তৈরি হয়েছে একটা সহজ প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে। সেটা হল পরিবারগুলোকে ঠিক সেই সময়ে আর্থিক নিরাপত্তা জোগানো, যখন তাদের ওটা সবচেয়ে বেশি দরকার। ২০২৬ আর্থিক বর্ষে আমরা ২৫,১৪৯ কোটির ডেথ ক্লেমের নিষ্পত্তি করেছি। উপরন্তু ২০২৬ আর্থিক বর্ষে আমাদের ৯৯.৩% ক্লেম নিষ্পত্তি রেশিও (তদন্তহীন ব্যক্তিগত ক্লেমের জন্য সামগ্রিকভাবে কোম্পানির স্তরে শেষ নথি পাওয়ার তারিখ থেকে মাত্র ১.১ দিনের টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম) আমাদের ক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের কাছে আমাদের

প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

আমরা ক্রমাগত ক্লেম করার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছি এবং প্রযুক্তিচালিত সার্ভিসিং জোগাচ্ছি, যাতে পরিবারগুলোর সহায়তা পেতে দেরি না হয়। তাছাড়াও আমরা ক্রেতাদের নিজেদের কভার নিয়মিত পর্যালোচনা করতে উৎসাহ দিচ্ছি, যাতে তাঁদের জীবনের বদলাতে থাকা স্তর ও লক্ষ্য তাঁদের বিমায় প্রতিফলিত হয়।”

লক্ষণীয় আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ধারাবাহিকভাবে বছরবছর ধরে উচ্চ ক্লেম নিষ্পত্তি রেশিও বজায় রেখেছে, অর্থাৎ যথাসময়ে ক্লেমের টাকা দেওয়ার প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখেছে। পলিসিধারীরা পর্যালোচনা অথবা সহায়তা চাইলে WWW.ICICIPRU-LIFE.COM-এ আসতে পারেন বা কাস্টমার কেয়ার নম্বরে ফোন করতে পারেন।

নতুন অবতারে হাজির ম্যাকডোওয়েল’স নম্বর ওয়ান

কলকাতা: ভারতের অ্যালকোহলিক বেভারেজ শিল্পে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় হুইস্কি ব্র্যান্ড ‘ম্যাকডোওয়েল’স নম্বর ওয়ান’-কে সম্পূর্ণ নতুন অবতারে লঞ্চ করল ডিয়াজিও ইন্ডিয়া। ব্র্যান্ডের ১২৫ বছরের ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় রূপান্তর, যেখানে পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিক প্রজন্মের পছন্দ অনুযায়ী হুইস্কির স্বাদ ও বোতলের ডিজাইনে নিয়ে আসা হয়েছে প্রিমিয়াম ছোঁয়া।

প্রতি বছর তিন কোটিরও বেশি কেস বিক্রির রেকর্ড থাকা এই ব্র্যান্ডটি বর্তমান যুগের ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে নিজেদের নতুন করে তৈরি করেছে। ক্রেতার আর্থন শুধু সাশ্রয়ী দাম নয়, বরং গুণমান, কারুশিল্প এবং অভিজ্ঞতার ওপর বেশি জোর দেন। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে স্কচ, ভারতীয় মল্ট এবং প্রিমিয়াম গ্রেন স্পিরিটের এক দারুণ সংমিশ্রণ। ওক ও অ মেরিকান ব্যারেলের পরিপক্ব এই লিকুইডে ভ্যানিলা, হালকা মিষ্টি মল্ট এবং কাঠের সুস্বাস রয়েছে, যা এক দীর্ঘস্থায়ী মসৃণ ফিনিশ প্রদান করে। ১০০টিরও বেশি কোয়ালিটি চেক



পার করে এই নতুন ব্রেন্ডটি তৈরি করা হয়েছে। তরল পদার্থের পাশাপাশি এর বোতলের ডিজাইনেও আনা হয়েছে আধুনিক ও আকর্ষণীয় প্রিমিয়াম লুক। এই রূপান্তর সম্পর্কে ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার রুচিরা জৈটল বলেন, “আজকের হুইস্কিপ্রেমীরা গুণমান ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন। ১১টি বাজারের ১০,০০০-এর বেশি ভোক্তার মতামত নিয়ে আমরা ঐতিহ্য বজায় রেখেই ভারতের এই আইকনিক ব্র্যান্ডটিকে নতুন প্রজন্মের উপযোগী করে তুলে ধরেছি।” ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার এই পদক্ষেপে দেশের মাস প্রিমিয়াম হুইস্কি ক্যাটাগরিতে এক নতুন মানদণ্ড তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রুশ সেনায় যোগ নয়, পরামর্শ বিদেশ মন্ত্রকের

কলকাতা: রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়োগের খবরের মধ্যেই ফের সতর্কবার্তা জারি করলো ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রক (MEA) ভারতীয় নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে এটিকে “বিপজ্জনক ও জীবনহানির ঝুঁকিপূর্ণ পথ” বলে উল্লেখ করেছে।

৩০ শে সেপ্টেম্বর জারি করা বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত দুই বছর ধরে সরকার একাধিকবার রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে জড়িত গুরুতর ঝুঁকি ও বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেছে। বিদেশে চাকরির সুযোগ খোঁজার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকার এবং যাচাই না করা এজেন্ট বা



বেসরকারি সংস্থার দেওয়া চাকরির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ না হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রকের বক্তব্য, এমন বহু ঘটনা সামনে এসেছে যেখানে আর্থিক সুবিধার আশায় ভারতীয় নাগরিকরা স্বেচ্ছায় রুশ সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, পরে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে সরকার স্পষ্ট করেছে, এই পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এ

ধরনের পদক্ষেপকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

এছাড়াও কিছু ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে রুশ পাসপোর্ট নিয়ে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। সাময়িক আর্থিক সুবিধার প্রলোভনে কেউ কেউ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই ধরনের পদক্ষেপের গুরুতর পরিণতি এবং প্রাণহানির ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছে সরকার। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনতে রাশিয়ার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

বন্ধন ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড-এর ২১ বছর পূর্তি উদযাপন

কলকাতা: দীর্ঘ ২১ বছরের সফল পথচলা পূর্ণ করল ‘বন্ধন ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড’। বাজারের ঘনঘন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কেবল শর্টকাট বা ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে

ভারসাম্য, বৈচিত্র্য এবং অভিযোজন ক্ষমতার ওপর জোর দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টিতে এই ফান্ড বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। মার্কেট সাইকেলের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট স্টাইল বা কৌশল যেমন মোমেন্টাম, কোয়ালিটি এবং ভালু—ভিন্নভাবে পারফর্ম করে। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে ফান্ডটি নির্দিষ্ট কোনো একটি কৌশলের ওপর নির্ভর না করে একাধিক বিনিয়োগ পদ্ধতির এক সুম্ম সর্মমিশ্রণ অনুসরণ করে থাকে।

ফান্ডটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ফ্লেক্সিবল মার্কেট-ক্যাপ



বরাদ্দ। লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ—বাজারের এই তিন বিভাগই বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। নির্দিষ্ট কোনো নিয়মে আটকে না থেকে এই ফান্ডটি বাজারের পরিস্থিতি ও মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মার্কেট-ক্যাপ-এ গতিশীলভাবে বিনিয়োগের সুযোগের সামঞ্জস্য করে নেয়। এর ফলে লার্জ-ক্যাপ হোক কিংবা ছোট ও মাঝারি আকারের কোম্পানি—যেখানেই সুযোগ তৈরি হয়, ফান্ডটি সেখানে লগ্নির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে ধারাবাহিক ও

সুশৃঙ্খলভাবে সম্পদ বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম। কোনো অতি-ঝুঁকিপূর্ণ বাজি ধরার পরিবর্তে একটি সুবিন্যস্ত পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি ও স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য। কোনো নির্দিষ্ট বিনিয়োগ শৈলী বা স্ট্রাটজির ওপর নির্ভর না করে, সব পরিস্থিতির উপযোগী বা অল ওয়েদার ইকুইটি সমাধান হিসেবে এই ফান্ডের দীর্ঘ ২১ বছরের পথচলা ভারতীয় পুঁজিবাজারে এর শক্ত অবস্থানেরই বারবার প্রমাণ দেয়।

ঝুঁকি সামলে বাজারের যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতাই ফান্ডটিকে বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য ও আকর্ষণীয় বিকল্প করে তুলেছে।

পুজোর আগে মিন্ট্রা নিয়ে এল বিগ ফ্যাশন ফেস্টিভ্যাল ক্যাম্পেইন



মুম্বাই: দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্ম ‘মিন্ট্রা’ তাদের বিগ ফ্যাশন ফেস্টিভ্যাল প্রচারাভিযানে একটি বিশেষ পুজোর আমেজ নিয়ে এসেছে। এই ক্যাম্পেইনের মুখ হিসেবে থাকছেন জনপ্রিয় তারকা রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট। “শপিংয়ের জন্য যেকোনো অজুহাতই যথেষ্ট”— এই মজার থিমকে সামনে রেখে তৈরি এই বিজ্ঞাপনগুলিতে পুজোর প্যান্ডেল হপিং, ঐতিহ্যবাহী সাজপোশাক এবং উৎসবের নানা সুন্দর মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে।

পুজোকে সামনে রেখে পূর্ব ভারতের ক্রেতাদের জন্য মিন্ট্রার এই ‘পুজো সেল’ ইতিমধ্যে লাইভ হয়ে গিয়েছে। পূর্ব ভারতের মানুষের ফ্যাশন পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে এবছর গত বছরের তুলনায় ৭৫% বেশি অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, ছোটদের জামা, সৌন্দর্য্য পণ্য এবং বাড়ির জিনিসপত্র সহ মোট ৮.৬ লক্ষ স্টাইলের বিশাল সম্ভার আনা হয়েছে।

এই ইভেন্টে বলরাম সাহা, আদি অক্ষয় অ্যান্ড কোং,

ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এবং আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের মতো ২০০টিরও বেশি নামী আঞ্চলিক ব্র্যান্ডের পাশাপাশি জামদানি, লালপাড ও বালুচরীর মতো ঐতিহ্যবাহী পোশাক বিশেষ স্থান পেয়েছে। এছাড়া ফুলিয়া, শান্তিপুর, ধনেখালি এবং বিষ্ণুপুরের মতো বিখ্যাত তাঁত শিল্পকে জাতীয় স্তরে ডিজিটাল মার্কেটে পৌঁছে দিতে কাজ করেছে এই প্ল্যাটফর্ম।

মিন্ট্রার ব্র্যান্ড মার্কেটিংয়ের সিনিয়র ডিরেক্টর নেহা গুলাটি বলেন, “পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ওড়িশার ক্রেতাদের কাছে দুর্গাপূজা অত্যন্ত বড় উৎসব, যার সঙ্গে ফ্যাশন ও সাজসজ্জা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবছর আমরা আরও আকর্ষণীয় কালেকশন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি, যা গ্রাহকদের পুজোর শপিংয়ের আনন্দকে দ্বিগুণ করবে। রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট এই গল্পে যেমন উষ্ণতা ও হাস্যরস যোগ করেছেন, তেমনিই মিন্ট্রা ক্রেতাদের সমস্ত উৎসবের জন্য নিখুঁত জিনিস বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।”

এশিয়ান গেমসে ইতিহাস গড়লেন নীরু ধান্দা

রাষ্ট্রপতি মূর্মুর অভিনন্দন



নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে এক অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করল ভারত। ২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শুটিং রেঞ্জের ময়দানে বাজিমাত করে মহিলাদের ট্রাপ ব্যক্তিগত ইভেন্টে দেশের হয়ে প্রথম ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জিতে নিলেন তারকা শুটার নীরু ধান্দা। তাঁর এই দুর্দান্ত কৃতিত্ব কেবল একটি সোনার পদকই এনে দেয়নি, বরং স্থাপন করেছে এক নতুন এশিয়ান রেকর্ড। ভারতের নাম বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে আরও উজ্জ্বল করে তোলার এই মহামুহূর্তে দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের পাশাপাশি তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু।

এবারের এশিয়ান গেমসে নীরু ধান্দার সাফল্যের খাতটি বেশ সমৃদ্ধ। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ইতিহাস গড়ার ঠিক আগেই তিনি সতীর্থ আশিমা আহলাওয়াত এবং মনীষা কীর-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের ট্রাপ দলগত ইভেন্টে ভারতের জন্য একটি রৌপ্য পদক নিশ্চিত করেছিলেন। তিন ভারতীয় শুটারের সমন্বিত পারফরম্যান্সের সুবাদে তাঁরা মোট ৩২৮ পয়েন্ট অর্জন করেন। এই ইভেন্টে কুয়েত ৩২৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্রোঞ্জ পদক এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ৩৪৬ পয়েন্ট নিয়ে চীন স্বর্ণ পদক অর্জন করে। দলগত সাফল্যের পর নীরুর এই ব্যক্তিগত সোনা জয় গোটা দেশকে এক নতুন আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়েছে।

নীরু ধান্দার এই ঐতিহাসিক জয়ে উচ্ছ্বসিত দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বিশেষ বার্তায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু লিখেছেন, “আইচি-নাগোয়ায় ভারতের জাতীয় পতাকা তথা তেরঙ্গাকে উড়তে দেখা অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের একটি মুহূর্ত।” রাষ্ট্রপতি আরও বলেন যে, মহিলাদের ট্রাপ ব্যক্তিগত ইভেন্টে নীরুর এই কৃতিত্ব তরুণ প্রজন্মের শুটারদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে। এর আগে দলগত রূপে জয়ের পর রাষ্ট্রপতি আশিমা আহলাওয়াত ও মনীষা কীরের নিখুঁত নিশানা এবং অটল ফোকাসেরও ভূয়সী প্রশংসা

করেছিলেন।

নীরু ধান্দার এই স্বর্ণপদক জয়ের সুবাদে ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের পদক তালিকায় দারুণ অগ্রগতি হয়েছে ভারতের। বর্তমানে ভারত সামগ্রিক পদক তালিকায় ১১তম স্থানে উঠে এসেছে। গেমসে ভারতের মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭টিতে, যার মধ্যে রয়েছে ৫টি সোনা, ২১টি রূপো এবং ২১টি ব্রোঞ্জ পদক।

শুটিংয়ের পাশাপাশি অন্যান্য ডিসিপ্লিনেও ভারতীয় অ্যাথলেটরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছেন। বক্সিংয়ের রিংয়ে পরভীন হুড়া ও অক্ষুশ পাঙ্গাল তাঁদের নিজ নিজ ওজন বিভাগে দাপুটে জয় পেয়ে সেমিফাইনাল থেকে সোনা জয়ের



লড়াইয়ে (গোল্ড মেডেল বাউট) পৌঁছে গেছেন।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বা অ্যাথলেটিক্সেও এসেছে জোড়া পদক। পুরুষদের জ্যাভলিন শ্রোয়ে যশবীর সিং ব্যক্তিগত সেরা ৮৫.৭২ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে রৌপ্য পদক এবং রোহিত যাদব ৮৪.৩৫ মিটার থ্রো করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এছাড়া পুরুষদের লং জাম্পে শ্রীশঙ্কর মুরালি এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে গুলবীর সিং রৌপ্য পদক অর্জন করে ভারতের পদক তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। শুটিংয়ে ২৫ মিটার পিস্তল ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ইশা সিং রূপো জিতেছেন।

ক্রীড়াবিদদের এই একের পর এক সাফল্য ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতের অভিযানকে এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় নিয়ে গেছে, আর এই সাফল্যের মুকুটে সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন হয়ে রইল নীরু ধান্দার এই ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক জয়।

দারুণ ছন্দে ভারত, এক দিনে আট পদক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জাপান: জাপানের আইচি-নাগোয়ায় চলমান এশিয়ান গেমসে দারুণ ছন্দে রয়েছে ভারতীয় দল। শুটিং, কুরাশ, বক্সিং এবং অ্যাথলেটিক্সে একের পর এক চমকপ্রদ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে একদিনেই ভারত ঝুলিতে পুরেছে আটটি নতুন পদক। এর পাশাপাশি সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট ও হকি দল।

অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে পুরুষদের জ্যাভলিন শ্রোয়ে দুর্দান্ত ডাবল পোডিয়াম ফিনিশ করেছে ভারত। কমনওয়ে গেমসের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী যশবীর সিং ব্যক্তিগত সেরা ৮৫.৭২ মিটার থ্রো করে রৌপ্য পদক জিতেছেন। এই ইভেন্টে ৮৮.৫৫ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুঁয়ে সোনা জিতেছেন শ্রীলঙ্কার রমেশ পাথিরাগে।

বাঙালি ছেলে এবার ফুটবলের টানে আজারবাইজানে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: সম্প্রতি কলকাতার বাঙালি পরিবারের ১৩ বছরের কিশোর হুসেন আব্বাস পেশাদার ফুটবলের দুনিয়ায় এক বিরাট সাফল্য অর্জন করল। আজারবাইজানের বিখ্যাত ক্লাব ‘নেফসি পিএফকে’-এর অনূর্ধ্ব-১৪ দলে খেলার সুযোগ পেয়েছে সে। এই ক্লাবের সঙ্গে তার তিন বছরের চুক্তি হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি মাসে সে যাত্রা শুরু করবে। মুম্বইয়ের আন্ধেরি অ্যাকাডেমির হয়ে আন্তর্জাতিক ইয়ুথ ফুটবল ফেস্টিভালে খেলতে গিয়েই ক্লাব কর্তাদের নজরে আসে এই তরুণ মিডফিল্ডার। অ্যাকাডেমির কর্ণধার মলয় সেনগুপ্তের সঠিক প্রশিক্ষণ ও উৎসাহেই হুসেনের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছানোর পথ সুগম হয়েছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সন্তান হুসেনের বাবা ফারমিন খান কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে থাকেন। ছেলের ফুটবলের প্রতি প্রবল ভালোবাসা এবং নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পরিবারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তার পেছনে। পায়ে সামান্য চোট থাকলেও তা সারিয়ে আজারবাইজান উড়ে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই খুদে ফুটবলার।

ট্রিফি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন

পতিরাং: চাঁদমারি বালক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত গোষ্ঠী হালদার-নারায়ণ চৌধুরী-বাতাসু মণ্ডল ট্রিফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দারাজপুর ফুটবল দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কাষ্টগড় দলকে পরাজিত করে। কাষ্টগড়ের সেরন মূর্মু ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট এবং দারাজপুরের উজ্জ্বল হেমরম ‘সেরা গোলকিপার’ নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যদিকে, ভারতের রোহিত যাদব ৮৪.৩৫ মিটার থ্রো করে ব্রোঞ্জ পদক নিজের নামে করেছেন।

পুরুষদের লং জাম্পে শ্রীশঙ্কর মুরালি ৮.০৭ মিটার লাফিয়ে রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। আগের এশিয়ান গেমসে জেতা রূপো সফলভাবে রক্ষা করলেও চতুর্থ প্রচেষ্টায় চোট পাওয়ায় তাঁর প্রতিযোগিতা অসমাপ্ত রেখেই সেরে দাঁড়াতে হয়। এছাড়া পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে ৩ মিনিট ৩৭.৯২ সেকেন্ড সময় করে নিজের দ্বিতীয় রূপো জিতেছেন গুলবীর সিং (এর আগে তিনি ১০,০০০ মিটারেও রূপো জিতেছিলেন)।

মহিলাদের ৫০০০ মিটার দৌড়ে ১৫ মিনিট ১৪.৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন পারুল চৌধুরী। আর সবচেয়ে বড় চমকটি দিয়েছেন ভিত্তা রামরাজ, যিনি মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫৪.৭৫ সেকেন্ড সময় করে

ব্রোঞ্জ পদক জয়ের পাশাপাশি ভেঙে দিয়েছেন কিংবদন্তি পি টি উষার চার দশকেরও বেশি পুরনো জাতীয় রেকর্ড।

শুটিংয়ের মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ব্যক্তিগত ইভেন্টে ৩৮ পয়েন্ট স্কোর করে রৌপ্য পদক জিতেছেন ২১ বছর বয়সি শুটার ইশা সিং। অন্যদিকে, কুরাশের মহিলাদের অনূর্ধ্ব-৭৮ কেজি ওজন বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার লিম গ্যারামকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছেন পিনকি বলহারা।

বক্সিংয়েও ভারতের পদক নিশ্চিত হয়েছে। ৭৫ কেজি বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওং সুয়েনকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন অলিম্পিক পদকজয়ী লাভলিনা বর্গোহেন। মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে তাজিকিস্তানের মিজগোনা সমাদোভাকে এবং পুরুষদের ৯০

কেজি বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম গিদাইকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন যথাক্রমে প্রিয়া ঘানঘাস ও কপিল পোখরিয়াল।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পুরুষদের ক্রিকেট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও, আইসিসি টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকার সুবাদে ভারত সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে। হকি খেলায় বাংলাদেশ দলপতিদের ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল, যেখানে ১ অক্টোবর তাদের মোকাবিলা করতে হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এছাড়া পুরুষ ও মহিলাদের স্কোয়াশ দলও কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে এবং ৪×১০০ মিটার রিলে দল ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

হকিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়ান গেমসের পুরুষদের হকি সেমিফাইনালে সম্প্রতি পাকিস্তানকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দুর্দান্তভাবে ফাইনালে উঠল ভারত। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখল ক্রীড়াপ্রেমীরা।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে মাঠে নামে ভারতীয় দল। ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে দলকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমণপ্রীত সিং। চলতি টুর্নামেন্টে এটি তাঁর নবম গোল। এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে শিলানন্দ লাকড়ার নিখুঁত পাস থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ৩-০ করেন সুখজিৎ সিং।

তবে সহজ দমে যায়নি ঐতিহ্যবাহী পাক শিবির। ম্যাচের প্রথম ভাগে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে অধিনায়ক আবু মামুদ এবং তৃতীয় কোয়ার্টারে হাম্মান শাহিদের গোলে ব্যবধান কমে ৩-২ হয়। এরপর চতুর্থ কোয়ার্টারের ঠিক শুরুতেই ওয়াহিদ রানার গোলে ৩-৩ সমতা ফেরায় পাকিস্তান।

ম্যাচ যখন ড্রয়ের পথে এবং পেনাল্টি শুট-আউটের



আশঙ্কায় উদ্বেগ বাড়ছিল, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে ওঠেন অভিষেক। ম্যাচের একদম শেষ মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে দুর্দান্ত এক শটে জয়সূচক গোল করে ভারতকে ফাইনালে পৌঁছে দেন তিনি। এই ঐতিহাসিক জয়ের ফলে সোনা জয়ের লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। ফাইনালে হরমণপ্রীতদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়া ম্যাচের বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া।

সর্বকনিষ্ঠ মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার ভারতীয় বংশোদ্ভূত বোধনা শিবানন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদন

তাসখন্দ: সম্প্রতি সর্বকনিষ্ঠ মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করল ১১ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত দাবা প্রতিভাধর বোধনা শিবানন্দন। উজবেকিস্তানের সমরকন্দে ২৮ সেপ্টেম্বর হওয়া ৪৬তম চেস অলিম্পিয়াড-এ এই অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করে সে। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী বোধনা এই টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের শীর্ষ বোর্ডে সমস্ত ১১টি রাউন্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং মোট ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিজের অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

এই প্রতিযোগিতায় তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাকে দ্বিতীয়বারের মতো ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্ম অর্জনেও



সাহায্য করেছে, যা তাকে আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার আরও এক ধাপ কাছে নিয়ে গেল। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় প্রথম দাবা খেলা আবিষ্কার করা এই লন্ডন নিবাসী স্কুলছাত্রী এর আগেও বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙেছে। গত

মাসেই সে ২০২৬ সালের ব্রিটিশ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রিটেনের সর্বকালের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বোধনা জানিয়েছে যে, সে খেলা চালিয়ে যেতে চায় এবং দাবার দুনিয়ায় আরও নতুন ইতিহাস গড়তে চায়।